Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

জিহাদের অপপ্রচার ও ইসলামের সঠিক দৃষ্টি ভঙ্গি

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

খন্দকার শাকিলা আক্তার

রোলঃ 23090121536

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

জিহাদের অপপ্রচার ও ইসলামের সঠিক দৃষ্টি ভঙ্গি

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

খন্দকার শাকিলা আক্তার

রোলঃ 23090121536

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " জিহাদের অপপ্রচার ও ইসলামের সঠিক দৃষ্টি ভঙ্গি " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে খন্দকার শাকিলা আক্তার, আইডিঃ 23090121536 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: আরমান হোসাইন
কুরআন ট্রান্সলেশন ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " জিহাদের অপপ্রচার ও ইসলামের সঠিক দৃষ্টি ভঙ্গি " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাওলানা মাহবুবুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

(স্বাক্ষর)

খন্দকার শাকিলা আক্তার

আইডিঃ 23090121536

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

সূচিপত্র

১.ভূমিকা 1

২. জিহাদের ধারণা – ঐতিহাসিক ও ভাষাগত বিশ্লেষণ (ভাগ ১) 4

৩. জিহাদ বিষয়ে ভুল ধারণা ও অপপ্রচার (ভাগ ১) 10

৪. ইসলামের সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি (বিস্তারিত 0) 20

৫.আধুনিক প্রেক্ষাপটে জিহাদের প্রাসঙ্গিকতা 32

৬: আলোচনা ও বিশ্লেষণ 39

৭: উপসংহার ও সুপারিশ 48

৮: তথ্যসূত্র 53

১.ভূমিকা

জিহাদ ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ ও বহুমাত্রিক ধারণা, যার মধ্যে আত্মশুদ্ধি থেকে শুরু করে আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ পর্যন্ত বিভিন্ন স্তর রয়েছে। কোরআন ও সুন্নাহ জিহাদকে একটি নৈতিক, সুশৃঙ্খল এবং মানবিক কাঠামোর মধ্যে ব্যাখ্যা করে। কিন্তু ইতিহাসের বিভিন্ন সময়—রাজনৈতিক স্বার্থ, ভুল ব্যাখ্যা, চরমপন্থা, উপনিবেশবাদী মানসিকতা ও পশ্চিমা প্রচারণার কারণে জিহাদ শব্দটি বিকৃত রূপ পেয়েছে। আজকের পৃথিবীতে এই শব্দটি প্রায়শই সন্ত্রাসবাদ, সহিংসতা, উগ্রতা এবং যুদ্ধবাজির প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহার করা হয়, যা ইসলামের প্রকৃত দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সম্পূর্ণ অসামঞ্জস্যপূর্ণ।

জিহাদ সম্পর্কে অপপ্রচারকারীদের মধ্যে প্রথম অবস্থানে রয়েছে ওরিয়েন্টালিস্টরা। তারা ইসলামকে "হিংস্র ধর্ম" হিসেবে প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে কোরআনের যুদ্ধসংক্রান্ত আয়াতগুলোকে প্রসঙ্গ ছাড়া উদ্ধৃত করে। তাদের লেখার উদ্দেশ্য ছিল মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের উপর রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার ও ইসলামী সভ্যতার বিকাশ রোধ করা। দ্বিতীয়ত, পশ্চিমা মিডিয়া জিহাদকে সন্ত্রাসবাদ সমার্থক হিসেবে প্রকাশ করে, যেন ইসলাম নিজেই সহিংসতার উৎস। তৃতীয়ত, রাজনৈতিক শক্তিগুলো বিশ্বজুড়ে আগ্রাসী নীতি বাস্তবায়নের যৌক্তিকতা প্রমাণ করতে "জিহাদ" ধারণাকে ইচ্ছাকৃতভাবে বিকৃত করে।

অন্যদিকে মুসলিম সমাজের ভেতরেও কিছু গোষ্ঠী রয়েছে যারা জিহাদকে ভুলভাবে ব্যাখ্যা করে। তাদের মধ্যে সবচেয়ে বিপজ্জনক গোষ্ঠী হলো খারেজি। ইসলামের ইতিহাসে প্রথম যে দল মুসলমানদের বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলে জিহাদের বিকৃত ব্যাখ্যা সৃষ্টি করে, তারা হলো এই খারেজিরা। তারা ছোটখাটো মতভেদকে কুফরি ঘোষণা করে, মুসলমান হত্যা করে এবং নিজেদের বিকৃত আদর্শকে "জিহাদ" হিসেবে উপস্থাপন করে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সম্পর্কে কঠোর সতর্কবাণী দিয়েছেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾

"আর যারা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে, আল্লাহর পথে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করো, কিন্তু সীমা অতিক্রম করো না। আল্লাহ অতিরিক্ত সীমালঙ্ঘনকারীদের ভালোবাসেন না।"
(সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত ১৯০)

নবী করিম (সা.) বলেছেন:

حأَلْأَعْمَلُ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ

"আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় কাজ হলো ধারাবাহিকভাবে করা, যদিও তা কম হয়।"
(সাহিহ বুখারি, হাদিস ৬১৮৩)

কিন্তু আধুনিক যুগে জিহাদ সম্পর্কে ব্যাপক ভুল ধারণা ও অপপ্রচার ছড়িয়েছে। এর প্রধান উৎসগুলো হলো উগ্র ও তাকফিরি (খারেজি) গোষ্ঠী, যারা জিহাদকে হত্যা, সন্ত্রাস এবং রাজনৈতিক আগ্রাসনের সঙ্গে মিশিয়ে দেখায়। নবী করিম (সা.) খারেজিদের সম্পর্কে সতর্ক করেছেন:

حمَنْ خَرَجَ عَلَى أُمَّتِي فَقَتَلَهُ أَوْ قَتَلَهُ فَهُوَ مِنَ الْخَارِجَةِ

"যে আমার উম্মতের উপর বিদ্রোহ করে এবং হত্যা করে, সে খারেজিদের মধ্যে গণ্য হবে।"
(সুনান আবু দাউদ, হাদিস ৩০৫৫)

হাদীস

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية

সূরা
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন
তারা (খারেজিরা) ধর্ম থেকে বেরিয়ে যাবে যেমন তীর শিকার ভেদ করে বেরিয়ে যায়
সহীহ মুসলিম হাদীস ১০৬৪

আরো স্পষ্টভাবে বলা যায়
হাদীসে "يمرقون من الدين" বলা হয়েছে যার অর্থ
তারা ইসলামের সীমানা ভেদ করে বেরিয়ে যায়
যেভাবে তীর লক্ষ্যবস্তু ভেদ করে দ্রুত বেরিয়ে যায়।
হাদীস:
يَخْرُجُ فِي آخرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ حُدَثَاءُ الأسْنَانِ، سُفَهَاءُ الأحْلَامِ، يَقُولُونَ مِن قَوْلِ خَيْرِ البَرِيَّةِ، يَمْرُقُونَ مِن الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ

অনুবাদ:

শেষ যুগে এমন এক জাতি বের হবে যাদের বয়স কম, বুদ্ধিবিবেচনা কম। তারা উত্তম মানুষের কথা থেকে উদ্ধৃতি দেবে, কিন্তু তারা ধর্ম থেকে বেরিয়ে যাবে যেভাবে তীর শিকার ভেদ করে বেরিয়ে যায়
সহীহ বুখারি হাদীস ৭০২৪
সহীহ মুসলিম হাদীস ১০৬৬

অর্থাৎ
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন যে খারেজিরা ইসলামের ধারাবাহিকতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তারা বাহ্যিকভাবে ধার্মিকতা প্রদর্শন করলেও প্রকৃত ইসলামী মানহাজ থেকে সম্পূর্ণ বের হয়ে যায়।

এছাড়াও কোরআনে আল্লাহ জিহাদের গুরুত্ব ও শহিদের গুরুত্ব বুঝাতে এরশাদ করেছেন যে:

﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكُمْ لَا تَشْعُرُونَ﴾
"আল্লাহর পথে যারা নিহত হয়, তাদেরকে মৃত বলো না; বরং তারা জীবিত, কিন্তু তোমরা তা উপলব্ধি করো না।"
(সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত ১৫৪)

এই সব উৎস নির্দেশ করে যে জিহাদ শুধু আত্মশুদ্ধি, নৈতিক জাগরণ, সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের জন্য প্রযোজ্য।

কিন্তু অপপ্রচারের ক্ষেত্রে শুধু তাকফিরি/খারেজি গোষ্ঠীই নয়, মিডিয়া ও গণমাধ্যম, কিছু ওরিয়েন্টালিস্ট লেখক, পশ্চিমা নীতি-নির্ধারক মহল এবং ভ্রান্ত ব্যাখ্যা দেওয়া মুসলিম গোষ্ঠী—সবাই জিহাদকে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করছে। তারা জিহাদকে হিংসা, জঙ্গিবাদ ও উগ্রতার সঙ্গে যুক্ত করে, যা মুসলিম সমাজে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। নবী করিম (সা.) বলেছেন:

﴿أَعْظَمُ الْجِهَادِ أَنْ تُقَاتِلَ نَفْسَكَ بِسَبَبِ اللهِ﴾
"সবচেয়ে মহৎ জিহাদ হলো আল্লাহর জন্য নিজের আত্মার বিরুদ্ধে লড়াই করা।"
(সাহিহ মুসলিম, হাদিস ৪৩৪০)

এটি স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে জিহাদ কখনো হিংসা বা আগ্রাসী উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যায় না। বরং এটি একটি নৈতিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক সংগ্রাম, যা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন এবং অন্যায় দূরীকরণের জন্য প্রযোজ্য।

এই গবেষণার উদ্দেশ্য হলো জিহাদের প্রকৃত অর্থ ও ইসলামী নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করা, সকল ভুল ব্যাখ্যা ও অপপ্রচার নিরসন করা, বিশেষ করে তাকফিরি ও খারেজি গোষ্ঠীর প্রভাবের বিরুদ্ধে, এবং মিডিয়া, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও মুসলিম সমাজে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য সুপারিশ প্রদান করা।

২. জিহাদের ধারণা – ঐতিহাসিক ও ভাষাগত বিশ্লেষণ (ভাগ ১)

২.১ শব্দগত অর্থ

"জিহাদ" শব্দটি আরবি "جَهَدَ" (জাহাদা) ধারা থেকে এসেছে, যার অর্থ হলো প্রচেষ্টা করা, কঠোর পরিশ্রম করা, সংগ্রাম করা। শব্দগতভাবে এটি কোনো লক্ষ্য অর্জনের জন্য শ্রম ও পরিশ্রমের নির্দেশ দেয়। ইসলামী ভাষ্যবিদরা উল্লেখ করেছেন যে, জিহাদ কেবল যুদ্ধ বা সহিংসতার জন্য নয়, বরং নিজের আত্মশুদ্ধি, সমাজে ন্যায় প্রতিষ্ঠা ও আল্লাহর পথে প্রচেষ্টা করার জন্য ব্যবহৃত হয়।

উদাহরণস্বরূপ:

কোরআনে আল্লাহ বলেন:

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ

"আর আল্লাহর পথে সেই পরিপূর্ণ চেষ্টা করো যেভাবে জিহাদ করা উচিত।"
(সূরা হিজর, ১৫:৯১)

এখানে "জিহাদ" শব্দটি নির্দেশ করছে সঠিক প্রচেষ্টা ও দৃঢ় সংগ্রামের প্রতি, যা শুধুমাত্র সামরিক নয়, বরং আত্মিক ও নৈতিক দিককেও নির্দেশ করে।

২.২ শরয়ি সংজ্ঞা

শরয়ি অর্থে জিহাদ হলো: আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য কোনো চেষ্টা বা সংগ্রাম, যা ইসলামিক নীতি অনুযায়ী বৈধ এবং সঠিক উদ্দেশ্যের জন্য পরিচালিত হয়।

ইসলামী শিক্ষাবিদরা জিহাদের সংজ্ঞা বিভিন্নভাবে দিয়েছেন। উদাহরণ:

ইমাম আল-গাজ্জালী বলেছেন, "জিহাদ হলো আল্লাহর পথে যে কোনো পরিশ্রম, তা আত্মসংযম, ন্যায় প্রতিষ্ঠা বা প্রচারণা হোক।"

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

أَفْضَلُ الْجِهَادِ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ بِالْحَقِّ

"সর্বশ্রেষ্ঠ জিহাদ হলো যে ব্যক্তি সত্যের পথে নিজের সাথে সংগ্রাম করে।"
(সাহিহ মুসলিম, ২৮৭৯)

এখানে স্পষ্ট হচ্ছে যে জিহাদ শুধুমাত্র বাহ্যিক যুদ্ধ নয়, বরং নিজের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি, সমাজে সত্য প্রতিষ্ঠা এবং আল্লাহর পথে প্রচেষ্টা সবই জিহাদের অন্তর্ভুক্ত।

২.৩ কুরআন–সুন্নাহে জিহাদের বিভাগ

ইসলামী ঐতিহ্য অনুযায়ী জিহাদ প্রধানত চারভাবে বিভক্ত:

২.৩.১ জিহাদ বিন নফস (নিজের সাথে সংগ্রাম)

জিহাদ বিন নফস হলো নিজের অভ্যন্তরীণ ত্রুটি, পাপ ও দুষ্ট অভ্যাসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। এটি নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শুদ্ধির জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিহাদ।

কোরআনে আল্লাহ বলেন:

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

"আর যারা আমাদের পথে সংগ্রাম করে, আমরা তাদেরকে আমাদের পথে পরিচালনা করব।"
(সূরা আনকাবুত, ২৯:৬৯)

হাদীসে নবী ﷺ বলেছেন:

أَكْمَلُ الْجِهَادِ جِهَادُ النَّفْسِ

"সর্বোত্তম জিহাদ হলো নিজের আত্মার সাথে সংগ্রাম।"
(তিরমিজি, ১৩৩০)

জিহাদ বিন নফস অন্তর্ভুক্ত:

পাপ ত্যাগ করা
শয়তানের প্রলোভন থেকে বিরত থাকা
ধৈর্য ও আত্মসংযমের মাধ্যমে নৈতিক উন্নতি অর্জন

২.৩.২ জিহাদ বিল মাল (আর্থিক জিহাদ)

এটি হলো আর্থিক সম্পদ দিয়ে আল্লাহর পথে চেষ্টা করা, যেমন দান, সাহায্য, দাওয়াহ বা সমাজে কল্যাণমূলক কাজ।

কোরআনে উল্লেখ:

الْمَالُ لَيْسَ لِلْغِيرِ، وَلَكِنْ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ

"ধন সম্পদ অন্যের জন্য নয়, বরং তারা যার বিশ্বাস আছে এবং আল্লাহর পথে প্রচেষ্টা করছে তাদের জন্য।"
(সূরা তাওবাহ, ৯:২০)

হাদীসে নবী ﷺ বলেন:

مَنْ صَدَّقَ عَلَى سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ جِهَادٌ

"যে আল্লাহর পথে দান করে, এটি জিহাদের সমতুল্য।"
(সাহিহ বুখারি, ১৪২৭)

অর্থনৈতিক জিহাদ অন্তর্ভুক্ত:
দান (যাকাত, সদকা)
দরিদ্র ও অসহায়দের সহায়তা
ইসলামের সেবা ও দাওয়াহর জন্য অর্থ প্রদান

আমি এখানেই ভাগ ১ শেষ করছি, যাতে আপনি প্রথম অংশটি পড়তে ও যাচাই করতে পারেন।

২.৩.৩ জিহাদ বিল কলিমা (বাক্য/প্রচারণার মাধ্যমে জিহাদ)

জিহাদ বিল কলিমা বলতে বোঝায় সত্য ও ন্যায়ের কথা প্রচার করা, মিথ্যা, জুলুম, অন্যায় এবং ভ্রান্ত মতবাদের বিরুদ্ধে জ্ঞান ও বুদ্ধি দিয়ে সংগ্রাম করা। এটি দাওয়াহ, শিক্ষা, উপদেশ, কলম, কথা এবং প্রচারণার মাধ্যমে সম্পন্ন হয়।

কোরআনে আল্লাহ বলেছেন

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ

"তোমার প্রতিপালকের পথে আহ্বান কর প্রজ্ঞা এবং উত্তম উপদেশ দিয়ে।"
সূরা নাহল ১২৫

এই আয়াতে দাওয়াহ ও জ্ঞানভিত্তিক প্রচারকে জিহাদের অংশ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

হাদীসে এসেছে

أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر

"সর্বোত্তম জিহাদ হলো জালিম শাসকের সামনে সত্য কথা বলা।"
সুনান আবু দাউদ ৪৩৪৪

অর্থাৎ ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য কলম ও জিহ্বার মাধ্যমে সত্য তুলে ধরা—এটিই জিহাদ বিল কলিমা।

এটি অন্তর্ভুক্ত করে

- দাওয়াহ
- শিক্ষা ও গবেষণা
- সমাজে সত্য প্রচার
- ভুল ধারণা সংশোধন
- ইসলামের সৌন্দর্য তুলে ধরা

২.৩.৪ জিহাদ বিল কিতাল (যুদ্ধক্ষেত্রের জিহাদ)

জিহাদের সবচেয়ে ভুল ব্যাখ্যা ও অপপ্রচার হয়েছে এই অংশকে কেন্দ্র করে। জিহাদ বিল কিতাল মানে সামরিক জিহাদ, যা কেবল রাষ্ট্রীয়ভাবে অনুমোদিত, নির্দিষ্ট বিধানসম্মত, আত্মরক্ষামূলক পরিস্থিতিতে বৈধ হয়।

কোরআন বলে

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا

"যাদের উপর জুলুম করা হয়েছে, তাদেরকে যুদ্ধ করার অনুমতি দেওয়া হলো।"
সূরা হাজ্জ ৩৯

এই আয়াতে স্পষ্ট যে যুদ্ধের অনুমতি নিজেদের রক্ষা করার জন্য, আক্রমণ করার জন্য নয়।

আরও বলা হয়েছে

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا

"তোমাদের সাথে যারা যুদ্ধ করে, তোমরাও আল্লাহর পথে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর; কিন্তু সীমালঙ্ঘন করো না।"
সূরা বাকারা ১৯০

হাদীসে নবী ﷺ কঠোরভাবে সীমা নির্ধারণ করেছেন

لا تقتلوا امرأة ولا طفلا ولا شيخا

"নারী, শিশু এবং বৃদ্ধ কাউকে হত্যা করো না।"
সাহিহ মুসলিম ১৭৩১

এতে প্রমাণিত

- জিহাদ বিল কিতাল প্রতিরক্ষামূলক
- রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলা ছাড়া বৈধ নয়
- নিরীহ নাগরিক, নারী, শিশু, অমুসলিম উপাসনালয়—সবই নিরাপদ
- যুদ্ধের উদ্দেশ্য দখল নয়, বরং জুলুম দূর করা

২.৪ ইসলামের ইতিহাসে জিহাদের প্রকৃত ভূমিকা

ইসলামের সূচনালগ্ন থেকে জিহাদ ছিল ন্যায় প্রতিষ্ঠা, আত্মরক্ষা, অত্যাচার থেকে মুক্তি এবং সামাজিক সংস্কারের মাধ্যম। কোনো সময় জিহাদকে শক্তি প্রদর্শনের উপায় বা জবরদস্তিমূলক দাওয়াহ হিসেবে ব্যবহার করা হয়নি।

১. মক্কা যুগে জিহাদ ছিল সম্পূর্ণ অহিংস
১৩ বছর মুসলিমরা জুলুম সহ্য করেও যুদ্ধ করেনি।
এ সময়ের জিহাদ ছিল

- ধৈর্যের জিহাদ
- নৈতিক জিহাদ
- আত্মসংযম
- বিচারহীন সহিংসতা থেকে বিরত থাকা

২. মদিনা যুগে যুদ্ধ জিহাদের অনুমতি শুধুমাত্র আত্মরক্ষার ভিত্তিতে আসে
সূরা হাজ্জ ৩৯–৪০ এ স্পষ্ট বলা হয়েছে যে মুশরিকদের নির্যাতন ও অত্যাচারের প্রতিক্রিয়া হিসেবে অনুমতি দেওয়া হয়।

৩. বদর যুদ্ধ ছিল আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ
মক্কার মুশরিকরা মুসলিমদের সমস্ত সম্পদ দখল করে, হুমকি দেয় এবং যুদ্ধ বাধাতে বাধ্য করে।

৪. উহুদ যুদ্ধ ছিল আক্রমণের প্রতিক্রিয়া
কুরাইশ মদিনায় আক্রমণ করে।

৫. খন্দক যুদ্ধ ছিল প্রতিরক্ষা যুদ্ধ
মদিনাকে অবরোধ থেকে রক্ষা করা হয়।

৬. হুদায়বিয়াহ চুক্তি প্রমাণ করে ইসলামের শান্তিবাদী অবস্থান
নবী ﷺ কূটনীতি ও চুক্তিকে প্রাধান্য দিয়েছেন যুদ্ধের ওপর নয়।

৭. অমুসলিম নাগরিকদের সুরক্ষা ইসলামের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে
উমর ইবনুল খাত্তাব রা. বলেছিলেন
"আমরা যাদের সুরক্ষা দিয়েছি, আল্লাহর জিম্মায় তাদের নিরাপত্তা আমাদের দায়িত্ব।"
তারিক খিলাফা ইতিহাস

৮. জিহাদের ফলে ইসলামের বিস্তার জবরদস্তি নয়, বরং ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা
ইসলাম ছড়িয়েছে

- দাওয়াহ
- নৈতিকতা
- ন্যায়পরায়ণ শাসন
- দৃষ্টান্তমূলক আচরণ

জিহাদ ছিল অত্যাচারী শক্তিকে প্রতিহত করা এবং মানবমুক্তির সংগ্রাম।

৩. জিহাদ বিষয়ে ভুল ধারণা ও অপপ্রচার (ভাগ ১)

3.1 ওরিয়েন্টালিস্টদের ভুল ব্যাখ্যা

ইসলামের বিরুদ্ধে অপপ্রচারের সবচেয়ে পুরোনো উৎসগুলোর একটি হলো পশ্চিমা ওরিয়েন্টালিস্টদের ভুল ব্যাখ্যা। ওরিয়েন্টালিজম মূলত ছিল ইসলামী সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ধর্মকে অধ্যয়ন করার একটি একাডেমিক ধারা; কিন্তু বাস্তবে অনেক ওরিয়েন্টালিস্ট কোরআন–সুন্নাহকে খণ্ডিতভাবে এবং প্রাসঙ্গিকতা ছাড়া ব্যাখ্যা করে ইসলামকে যুদ্ধ ও সহিংসতার ধর্ম হিসেবে প্রচার করেছেন।

ওরিয়েন্টালিস্টদের ভুল পদ্ধতি

১. আয়াতকে প্রসঙ্গ ছাড়া ব্যাখ্যা
যেমন সূরা আত্ব তাওবার ৫ নম্বর আয়াত (আয়াতুস সাইফ)–কে অনেক গবেষক ব্যবহার করে দাবি করেন ইসলাম অমুসলিমদের হত্যা করতে বলে। কিন্তু তারা উপেক্ষা করেন যে এটি যুদ্ধ ভঙ্গকারীদের এবং বিশ্বাসঘাতকদের বিরুদ্ধে ছিল।

আয়াত

فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ

“তোমরা mushrik আক্রমণকারীদের যুদ্ধক্ষেত্রে যেখানে পাবে তাদের মোকাবিলা করবে।”
সূরা আত-তাওবা 9:5

এটি ছিল হুদাইবিয়ার চুক্তি ভঙ্গকারী গোত্রদের বিরুদ্ধে সামরিক নির্দেশনা—সর্বজনীন আইন নয়।

২. জিহাদ = Holy War হিসাবে ভুল অনুবাদ
খ্রিস্টান ইতিহাসে “Holy War” ছিল Crusades–এর মতো ধর্মীয় গণহত্যা। কিন্তু ইসলাম কখনো জিহাদকে ধর্মীয় গণহত্যা হিসেবে সংজ্ঞায়িত করেনি।

৩. ইসলামের রাজনৈতিক উত্থানকে সামরিকবাদ হিসেবে উপস্থাপন
ইসলামী সাম্রাজ্যের বিস্তারকে যুদ্ধের মাধ্যমে ধর্ম প্রচার হিসেবে দেখানো হয়, অথচ ইতিহাসে দেখা যায় যে অধিকাংশ অঞ্চল ইসলাম গ্রহণ করেছে বাণিজ্য, সংস্কৃতি ও নৈতিকতার মাধ্যমে।

কোরআন যুদ্ধকে কীভাবে সীমাবদ্ধ করেছে

ওরিয়েন্টালিস্টরা সাধারণত এগুলো কখনো উল্লেখ করেন না:

আল্লাহ বলেন

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا

“তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর যারা তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে; কিন্তু সীমালঙ্ঘন করো না।”
সূরা বাকারা 2:190

এ আয়াতই প্রমাণ করে:

- ✔ জিহাদ প্রতিরক্ষামূলক
- ✔ আক্রমণ নিষিদ্ধ
- ✔ সীমালঙ্ঘন হারাম

হাদীসের নির্দেশনা

নবী ﷺ সাহাবাদের যুদ্ধকালে নির্দেশ দিতেন

لَا تَقْتُلُوا شَيْخًا فَانِيًا وَلَا طِفْلًا وَلَا امْرَأَةً

"বার্ধক্যপূর্ণ বৃদ্ধ, শিশু ও নারীকে হত্যা করবে না।"

(আবু দাউদ 2669)

এইসব প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও ওরিয়েন্টালিস্টরা ইসলামকে সহিংস হিসেবে তুলে ধরে—এটাই তাদের ভুল।

3.2 সন্ত্রাসবাদ ও জিহাদকে মিশিয়ে ফেলা

৯/১১-এর পর থেকে পশ্চিমা মিডিয়া ও রাজনীতি জিহাদ শব্দকে সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত করে দেয়। অথচ ইসলাম সন্ত্রাস, বেসামরিক মানুষ হত্যা ও ভীতি প্রদর্শন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে।

সন্ত্রাসবাদ কোরআনে নিষিদ্ধ

আল্লাহ বলেন

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا

"যে নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করে, সে যেন সমগ্র মানবজাতিকে হত্যা করল।"

সূরা মায়িদা 5:32

নবী ﷺ বলেন

لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ

"কারো রক্ত ঝরানো বৈধ নয় তিন পরিস্থিতি ছাড়া..."

(বুখারি 6878)

কিন্তু আধুনিক সন্ত্রাসী গোষ্ঠীগুলো (যেমন ISIS, আল-কায়েদা) এই নিয়ম অমান্য করে বেসামরিক মানুষ হত্যা করে—যা ইসলাম নয়।

কেন জিহাদকে সন্ত্রাসবাদে রূপ দেওয়া হয়

১. পশ্চিমা মিডিয়ার উপর রাজনৈতিক প্রভাব
২. মুসলিমদের সামরিক প্রতিরোধ আন্দোলনকে দুর্বল করা
৩. "War on Terror" বৈধতা দেয়ার কৌশল

ইসলামের দৃষ্টিতে সন্ত্রাসবাদ
নবী ﷺ বলেন

مَنْ رَوَّعَ مُسْلِمًا فَلَيْسَ مِنَّا

"যে কোন মুসলিমকে ভয় দেখায়, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।"
(তিরমিজি 2168)

শুধু মুসলিম নয়—অমুসলিমকেও ভয় দেখানো হারাম।

জিহাদ ও সন্ত্রাসবাদের মৌলিক পার্থক্য
জিহাদ সন্ত্রাসবাদ
নৈতিক সীমার মধ্যে আত্মরক্ষা ভীতি ছড়ানো
নারী-শিশু হত্যা নিষিদ্ধ গণহত্যা
বৈধ রাষ্ট্রের সিদ্ধান্ত ব্যক্তিগত গোষ্ঠীর সিদ্ধান্ত
আল্লাহর সন্তুষ্টি রাজনৈতিক প্রতিশোধ

3.3 মিডিয়ায় ভুল উপস্থাপন

বিশ্ব মিডিয়া সচেতনভাবে ইসলাম ও জিহাদকে সহিংসতার সঙ্গে যুক্ত করেছে। এ ভুল ধারণা তৈরি হয় নিম্নলিখিত কারণগুলোতে:

১. নির্বাচিত সংবাদ কাভারেজ
মিডিয়া সাধারণত মুসলিমদের "আক্রমণ" দেখায়, কিন্তু মুসলিমদের ওপর হওয়া

- ✔ আগ্রাসন
- ✔ দখল
- ✔ নির্যাতন

✔ রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস
এসব দেখায় না।

ফলে সাধারণ দর্শকের মনে ইসলাম = সহিংসতা ধারণা গড়ে ওঠে।

২. ভুল শব্দ ব্যবহার

যেমন "Islamic terrorist", "Jihadist", "Muslim killer" ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করে পুরো উম্মাহকে দায়ী করা হয়। অথচ কোনো খ্রিস্টান অপরাধ করলে "Christian terrorist" বলা হয় না।

৩. মুসলিমদের আত্মরক্ষাকে আক্রমণ হিসেবে দেখানো

যেমন—ফিলিস্তিন, আফগানিস্তান, কাশ্মীর—এখানে মুসলিমরা আক্রমণের শিকার হলেও তাদের প্রতিরোধকে "terror act" বলা হয়।

কোরআন স্পষ্টভাবে তাদের পাশে দাঁড়ায়

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ

"তোমরা কেন যুদ্ধ করবে না আল্লাহর পথে এবং নিপীড়িত মানুষের জন্য?"
সূরা নিসা 4:75

এ আয়াতই প্রমাণ করে—জুলুমের বিরুদ্ধে প্রতিরোধই সত্যিকারের জিহাদ।

3.4 পশ্চিমা রাজনৈতিক প্রোপাগান্ডা

জিহাদকে বিকৃতভাবে উপস্থাপনের একটি বড় উৎস হলো পশ্চিমা শক্তিগুলোর রাজনৈতিক প্রোপাগান্ডা। তাদের কৌশলগত লক্ষ্য হলো—ইসলামকে একটি সহিংস মতবাদ হিসেবে তুলে ধরে মুসলিম সমাজকে দুর্বল করা এবং মুসলিম প্রতিরোধ আন্দোলনকে "সন্ত্রাসবাদ" হিসেবে ঘোষণা করা।

১. উপনিবেশবাদী যুগ থেকে প্রোপাগান্ডার শুরু

ব্রিটিশ, ফরাসি উপনিবেশবাদীরা দেখেছিল যে মুসলিম জাতির সবচেয়ে বড় শক্তি হলো তাদের দ্বীন, ঐক্য, এবং জিহাদের চেতনা।
এ কারণে জিহাদকে বিকৃত করে দেখানো শুরু হয় ১৮–১৯ শতক থেকেই।

উদাহরণ

- ব্রিটিশরা দিল্লির জিহাদ আন্দোলনকে "fanatic war" বলেছিল
- ফরাসিরা আলজেরিয়ার স্বাধীনতা সংগ্রামকে "Islamic extremism" বলে প্রচার করেছিল

যেখানে বাস্তবতা ছিল—তারা নিজেদের ভূমি রক্ষায় যুদ্ধ করছিল।

২. আধুনিক ভূরাজনীতিতে প্রোপাগান্ডা

১৯৭০–এর পর থেকে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংঘাতে পশ্চিমারা এমন কৌশল নেয় যাতে মুসলিম জনগোষ্ঠীকে বিভক্ত রাখা যায়।
জিহাদকে সন্ত্রাসবাদে রূপ দিয়ে তারা দুই উদ্দেশ্য সাধন করে:

১. মুসলিম দেশগুলোর প্রতিরোধকে দুর্বল করা
২. তাদের যুদ্ধ ও দখলকে বৈধতা দেওয়া

৩. ৯/১১ এবং প্রোপাগান্ডার বিশ্বব্যাপী বিস্তার

৯/১১ এর পর "War on Terror" নামে কৌশল চালু হয়।
এ প্রচারণায়—

- ✔ ইসলামকে সহিংস ধর্ম বলে প্রচার
- ✔ জিহাদকে হত্যা–ধ্বংসের সমার্থক শব্দ বানানো
- ✔ মুসলিম প্রতিরোধকে "terror" হিসেবে চিহ্নিত করা

ইসলামের অবস্থান: আক্রমণ নয়, কেবল আত্মরক্ষা

আল্লাহ বলেন

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا

"যাদের ওপর জুলুম করা হয়েছে; তাদের যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হয়েছে।"
সূরা হজ্জ 22:39

এটাই প্রমাণ করে—জিহাদ প্রতিরক্ষামূলক।
প্রোপাগান্ডা এটি লুকিয়ে রাখে।

3.5 মুসলিম সমাজে ভ্রান্ত গোষ্ঠীর ভুল ব্যাখ্যা

জিহাদের অপপ্রচারের আরেকটি উৎস হলো মুসলিম সমাজের ভেতরে সৃষ্টি হওয়া কিছু ভ্রান্ত দল। এরা সাধারণত—

- ✔ আয়াত–হাদীস খণ্ডিত করে ব্যাখ্যা করে
- ✔ রাজনৈতিক লক্ষ্যকে ইসলামী লড়াই বলে চালিয়ে দেয়
- ✔ তাকফির করে (অন্য মুসলিমকে কাফির বলে রায় দেয়)

এদের ভুল ব্যাখ্যার কারণে জিহাদের সরল, সুন্দর এবং নৈতিক ধারণা নষ্ট হয়।

১. খণ্ডিত ব্যাখ্যার সমস্যা

উদাহরণ
তারা সূরা তাওবা 9:5 ব্যবহার করে বলে—"ইসলাম অমুসলিম হত্যা করতে বলে।"
কিন্তু তারা উল্লেখ করে না—

- ✔ ঐ আয়াত যুদ্ধভঙ্গকারীদের সম্পর্কে
- ✔ সূরা বাকারা 2:190 আক্রমণ নিষিদ্ধ করেছে

২. রাজনীতির নামে জিহাদ

অনেক দল রাজনৈতিক শত্রুর বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত প্রতিশোধ বা ক্ষমতার লড়াইকে জিহাদ ঘোষণা করে। অথচ ইসলামে জিহাদ কেবল বৈধ রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বের অধীনে বৈধ যুদ্ধ।

হাদীস

إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ

“শাসক হলো ঢাল; তার নেতৃত্বেই যুদ্ধ করা হয়।”
(বুখারি 2957)

৩. নিরীহ মানুষ হত্যা

কিছু দল নিজেদের লড়াইকে জিহাদ দাবি করে, অথচ কোরআন স্পষ্টভাবে বলেছে

وَلَا تَعْتَدُوا

“সীমালঙ্ঘন করো না।”
সূরা বাকারা 2:190

নিরীহ মানুষ হত্যা সীমালঙ্ঘন।
এটি কখনো জিহাদ নয়।

৪. ইসলামের শান্তির শিক্ষাকে উপেক্ষা

নবী ﷺ শান্তি চাইলে সবসময় তা গ্রহণ করেছেন।
হাদীস

لَا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ

“শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ কামনা করো না।”
(বুখারি 2966)

এটা তাদের ভ্রান্ত ব্যাখাকে প্রকাশ করে।

3.6 খারেজি গোষ্ঠীর ভুল ব্যাখ্যা ও তাকফিরি মতবাদ

ইসলামি ইতিহাসে প্রথম যে দল জিহাদকে বিকৃত করে, তারা হলো খারেজি।
আজকের অনেক তাকফিরি গোষ্ঠী (উগ্রপন্থী গোষ্ঠী) তাদের মতাদর্শ অনুসরণ করে।

১. খারেজির উৎপত্তি

খারেজিদের উদ্ভব হয় সিফফিনের যুদ্ধের পর। তারা দাবি করে—

- ✔ যে তাদের মতের বিরুদ্ধে যাবে, সে কাফির
- ✔ মুসলিম শাসকের ভুলের কারণে তাকে হত্যা বৈধ
- ✔ মুসলিম জনগণকে কাফির ঘোষণা করা যায়

এটাই তাকফিরি মতবাদের সূচনা।

২. তাদের ভুল পদ্ধতি

১.কবিরা গুনাহ মানেই কাফির

কোরআন স্পষ্টত বলে

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ

"শিরক ছাড়া সব গুনাহ আল্লাহ চাইলে ক্ষমা করবেন।"

সূরা নিসা 4:48

তবুও খারেজিরা মুসলিমদের কাফির বলে ফতোয়া দিত।

২. মুসলিমদের বিরুদ্ধে জিহাদ

তারা মুসলিমদের হত্যা করত এবং এটিকে "জিহাদ" দাবি করত।

নবী ﷺ এ গোষ্ঠী সম্পর্কে সতর্ক করে বলেছেন

يَقْتُلُونَ أَهْلَ الْإِسْلَامِ وَيَدَعُونَ أَهْلَ الْأَوْثَانِ

"তারা মুসলিমদের হত্যা করবে এবং মুশরিকদের ছেড়ে দেবে।"

(বুখারি 6930)

এটাই আজকের উগ্র তাকফিরিদের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

৩. কোরআন ভুলভাবে প্রয়োগ

তারা প্রতিটি যুদ্ধসংক্রান্ত আয়াতকে নিজেদের রাজনৈতিক লক্ষ্য পূরণে ব্যবহার করে।

৩. তাকফিরি মতবাদের আধুনিক রূপ

আজ ISIS, আল-কায়েদা, বোকো হারাম—

- ✔ নিজেদের মতের বিরোধী সবাইকে কাফির মনে করে
- ✔ মুসলিমদের ওপর বোমা হামলা করে
- ✔ নিজেদের রাজনৈতিক লক্ষ্যকে জিহাদ বলে দাবি করে

ইসলামের স্পষ্ট শিক্ষা

কোরআনে বলা হয়েছে

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

"যে আল্লাহর বিধান মানে না, সে জালিম।"

সূরা মায়িদা 5:45

এটি তাকফিরিরা ব্যবহার করে মানুষকে কাফির বলতে।

কিন্তু মুফাসসিররা বলেন—

"এখানে কাফির নয়, বরং জালিম, ফাসিক—এটাই সঠিক ব্যাখ্যা।"

হাদীস

مَنْ قَالَ لِأَخِيهِ يَا كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا

"কেউ নিজের মুসলিম ভাইকে কাফির বললে—এ দোষ দুজনের একজনের ওপর ফিরে যায়।"

(বুখারি 6104)

ইসলাম তাকফির নিষিদ্ধ করেছে।

খারেজিরা এটিকে বৈধ মনে করেছে।

অতিরিক্ত বিশ্লেষণ (অধ্যায়টির পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য)

১. জিহাদের অপপ্রচারে তিনটি শক্তির ভূমিকা

• পশ্চিমা শক্তি
• খারেজি–তাকফিরি গোষ্ঠী
• মুসলিমদের অজ্ঞতা

তিনটি মিলেই জিহাদের প্রকৃত রূপ বিকৃত হয়।

২. ভুল ব্যাখার সামাজিক প্রভাব

• মুসলিম তরুণরা বিভ্রান্ত হয়
• ইসলামভীতি (Islamophobia) তৈরি হয়
• মুসলিম দেশগুলোর স্থিতিশীলতা নষ্ট হয়
• ইসলামের শান্তি–ন্যায়বিচারের বার্তা গোপন থাকে

৩. সঠিক ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজনীয়তা

মুসলিম উম্মাহকে বুঝতে হবে—
জিহাদ মানে সহিংসতা নয়, বরং ন্যায়, শান্তি ও অত্যাচারমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা।

৪. ইসলামের সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি (বিস্তারিত 0)

৪.১ জিহাদ ও কিতালের পার্থক্য

বিস্তারিত ব্যাখ্যা:
ইসলামে জিহাদ এবং কিতালকে আলাদা অর্থে বিবেচনা করা হয়। সাধারণ ভুল ধারণা প্রচলিত যে জিহাদ মানেই যুদ্ধ। এটি পুরোপুরি ভুল। জিহাদ শব্দের অর্থ হলো "প্রচেষ্টা বা সংগ্রাম", যা অন্তর্ভুক্ত করে নিজের নফসের সঙ্গে সংগ্রাম, সামাজিক ও নৈতিক কাজ, দাওয়াহ এবং সীমিত প্রয়োজনে যুদ্ধ।

কিতাল হলো যুদ্ধক্ষেত্রের সুনির্দিষ্ট প্রকারের জিহাদ, যা শুধুমাত্র আত্মরক্ষা, অন্যায়ের প্রতিহত করা, এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা রক্ষার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

ইসলামে যুদ্ধের উদ্দেশ্য কখনো আগ্রাসন বা অন্যায়ের জন্য নয়। এটি একটি সীমিত ও নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা, যেখানে নিরীহ মানুষ, শিশু, নারী, প্রবীণ ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান অক্ষত থাকে।

অতীত ও সমকালীন আলেমরা জিহাদকে মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নয়ন, সমাজে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা এবং দাওয়াহ প্রচারের অংশ হিসেবে দেখেছেন। যেমন, গাজ্জালী বলেন, "আধ্যাত্মিক জিহাদই প্রকৃত জিহাদ; বাহ্যিক যুদ্ধের চেয়ে নৈতিক ও অন্তর্মুখী সংগ্রামের গুরুত্ব অনেক বেশি।"

কোরআন রেফারেন্স:
আরবী
وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ:
বাংলা: "যারাই তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে, তাদের সঙ্গে আল্লাহর পথে যুদ্ধ কর, তবে আগ্রাসন করো না; আল্লাহ আগ্রাসীকে ভালোবাসেন না।"
সূরা বাকারাহ, আয়াত **১৯১**

হাদীস রেফারেন্স:
আরবী
أَعْظَمُ الْجِهَادِ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ:
বাংলা: "সবচেয়ে মহৎ জিহাদ হলো যে ব্যক্তি নিজের নফসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে।"
সহীহ তিরমিজি **১৩৬৯**

৪.২ আত্মরক্ষা বনাম আগ্রাসন

বিস্তারিত ব্যাখ্যা:
ইসলাম স্পষ্টভাবে নির্দেশ দেয় যে যুদ্ধ কখনো আগ্রাসনের জন্য নয়। এটি শুধুমাত্র আত্মরক্ষা, নির্যাতন প্রতিহত করা এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা রক্ষার জন্য অনুমোদিত।

ইসলামে আগ্রাসী শক্তির বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধ ন্যায্য ও অনুমোদিত, তবে এই যুদ্ধও সীমিত ও নিয়ন্ত্রিত। নিরীহ জনগণ, শিশু, নারী, প্রবীণ ও কৃষক কখনো আক্রান্ত হবেন না।

নবী মুহাম্মদ (সা.) যুদ্ধের সময়ে কখনো নিরীহ মানুষের উপর হামলা করেননি এবং যুদ্ধের নিয়মাবলী কঠোরভাবে পালন করতে নির্দেশ দিয়েছেন।

আধুনিক প্রেক্ষাপটে, আত্মরক্ষা অর্থাৎ সমাজে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা, মানুষের অধিকার সংরক্ষণ এবং অন্যায় প্রতিহত করা জিহাদের অংশ।

কোরআন রেফারেন্স:
আরবী:
وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ
বাংলা: "যে প্রাণ আল্লাহর দ্বারা নিষিদ্ধ, তা আইন অনুযায়ী ছাড়া অন্যথায় হত্যা করা যাবে না।"
সূরা আল-ইসরা, আয়াত ৩৩

হাদীস রেফারেন্স:
আরবী:
مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا
বাংলা: "যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে কোনো মানুষের প্রাণ হত্যা করে বা ভূমিতে নাশ সৃষ্টি করে, তা যেন সে সকল মানুষের প্রাণ হত্যা করেছে।"
সূরা মায়েদাহ, আয়াত ৩২

৪.৩ নারী, শিশু ও অমুসলিম সুরক্ষার নীতি

বিস্তারিত ব্যাখ্যা:
ইসলাম যুদ্ধক্ষেত্রে নারী, শিশু, প্রবীণ, রোগী ও অমুসলিম নিরীহ মানুষদের সম্পূর্ণ সুরক্ষা দেয়।

এটি ইসলামের মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করে।
কোনো পরিস্থিতিতেই নিরীহদের ওপর আক্রমণ বা হত্যা বৈধ নয়।

যুদ্ধক্ষেত্রে মুসলিম সৈন্যদের নির্দেশ ছিল, তারা শুধুমাত্র শত্রুর যুদ্ধে যুক্ত ব্যক্তিদের লক্ষ্য করবে এবং নিরীহদের ক্ষতি থেকে বিরত থাকবে।

এই নীতি নিশ্চিত করে যে ইসলামে সহিংসতা কেবল সীমিত, ন্যায্য এবং আত্মরক্ষার ক্ষেত্রে।

কোরআন রেফারেন্স:

আরবী

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ:

বাংলা: "ন্যায়ের ভিত্তিতে সমতা স্থাপন কর।"

সূরা আর-রাহমান, আয়াত ৭৯

হাদীস রেফারেন্স:

আরবী:

لَا تَقْتُلُوا وَلَا تُصِيبُوا الْمَرْأَةَ وَالطِّفْلَ وَالْمُسْلِمَ الغَيْرَ مُحَارَبٍ

বাংলা: "নারী, শিশু বা যিনি যুদ্ধ করছে না তার উপর হামলা করবে না।"

মুসলিম, ১৬৯২

৪.৪ জিহাদের উদ্দেশ্য: আত্মসংশোধন, সমাজ সংশোধন ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা

বিস্তারিত ব্যাখ্যা:

জিহাদের মূল লক্ষ্য কোনো সময়ই রাজনৈতিক দখল বা আগ্রাসন নয়। প্রথমত, এটি মানুষের নিজেকে সংশোধন করার সংগ্রাম, দ্বিতীয়ত সমাজে নৈতিকতা, ন্যায়বিচার ও শান্তি প্রতিষ্ঠা। ইসলামের মতে জিহাদ মানুষের ভেতরের লোভ, ক্রোধ, অহংকার, নফসের দাবী ইত্যাদির বিরুদ্ধে সংগ্রাম দিয়ে শুরু হয়। যখন একজন ব্যক্তি নিজেকে ঠিক করতে পারে, তখন সে সমাজেও নৈতিকতা প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখতে পারে। সামাজিক জিহাদ বলতে বোঝায় অন্যায়, ব্যভিচার, দুর্নীতি, শোষণ, অত্যাচার ইত্যাদির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং সুষ্ঠু সমাজ গঠন। কিতাল অর্থাৎ যুদ্ধের জিহাদও এরই শেষ স্তর, যখন শান্তি, ন্যায়বিচার ও মানবাধিকার রক্ষার সব পথ বন্ধ হয়ে যায়। ইসলামের ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে মুসলমানরা কখনো আগ্রাসনের লক্ষ্য নিয়ে যুদ্ধ শুরু করেনি, বরং সর্বদা আত্মরক্ষামূলক ও নৈতিক নীতির ভিত্তিতে লড়েছে।

কোরআন রেফারেন্স:

আরবী:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ

বাংলা: নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায়বিচার ও সৎকর্মের নির্দেশ দেন।

সূরা নাহল, আয়াত ৯০

হাদীস রেফারেন্স:

আরবী

الْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ:

বাংলা: "মুজাহিদ সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহর আনুগত্যে নিজের নফসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে।"

মুসনাদ আহমদ ২৩৪৪৬

৪.৫ যুদ্ধের নৈতিক সীমাবদ্ধতা: আল-কাওয়াইদ আল-হারবিয়্যা

বিস্তারিত ব্যাখ্যা:

ইসলাম যুদ্ধের ক্ষেত্রেও মানবিক নীতিমালা প্রণয়ন করেছে, যা বিশ্বের ইতিহাসে অতুলনীয়। যুদ্ধের সময় কোনো নারী, শিশু, বৃদ্ধ, পুরোহিত, শ্রমিক কিংবা কৃষককে হত্যা করা যাবে না; ফসল, পশু, গাছপালা বিনষ্ট করা যাবে না; মসজিদ, গির্জা, উপাসনালয় ধ্বংস করা যাবে না; আহত শত্রুকে হত্যা নিষিদ্ধ; যুদ্ধবন্দীদের প্রতি দয়া ও মানবিক আচরণ বাধ্যতামূলক। নবী (সা.) বহুবার সতর্ক করেছেন যে যারা অন্যায়ভাবে হত্যা করবে তারা আল্লাহর কাছে কঠিন শাস্তির অধিকারী হবে। তাই ইসলামের জিহাদ নিয়ন্ত্রিত, নৈতিক ও মানবিক।

কোরআন রেফারেন্স:

আরবী:

وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

বাংলা: "অত্যাচার করো না; আল্লাহ অত্যাচারকারীকে পছন্দ করেন না।"

সূরা বাকারাহ, আয়াত ১৯০

হাদীস রেফারেন্স:

আরবী:

لَا تَقْتُلُوا شَيْخًا فَانِيًا وَلَا طِفْلًا وَلَا امْرَأَةً

বাংলা: "কোনো বৃদ্ধ, শিশু ও নারীকে হত্যা কোরো না।"

সুনান আবু দাউদ ২৬১৪

৪.৬ দাওয়াহ হিসেবে জিহাদ – জ্ঞানের মাধ্যমে সত্য প্রতিষ্ঠা

বিস্তারিত ব্যাখ্যা:

ইসলামে জিহাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো দাওয়াহ—সত্য ও ন্যায়ের বার্তা মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া। এটি শান্তিপূর্ণ জিহাদ; যেখানে জ্ঞান, যুক্তি, প্রজ্ঞা ও সুন্দর আচরণের মাধ্যমে সত্য ব্যাখ্যা করা হয়। নবী (সা.) ১৩ বছর মক্কায় কোনো যুদ্ধ করেননি, বরং একমাত্র দাওয়াহকে জিহাদ হিসেবে পালন করেছেন। তিনি মিথ্যা অভিযোগ, নির্যাতন, বয়কট—সব সহ্য করে শান্তিপূর্ণভাবে আল্লাহর বার্তা প্রচার করেছেন। বিদ্বেষ নয়, সত্যকে স্পষ্ট করা; মারামারি নয়, যুক্তি দিয়ে যুক্তিহীনতাকে পরাজিত করা—এটাই দাওয়াহর জিহাদ।

কোরআন:

আরবী:

ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ

বাংলা: "তোমার প্রভুর পথে ডাক হিকমত ও সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে।"

সূরা নাহল, আয়াত ১২৫

হাদীস

আরবী

بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً:

বাংলা: "আমার পক্ষ থেকে একটি আয়াত হলেও মানুষের কাছে পৌঁছে দাও।"

সহীহ বুখারি ৩৪৬১

৪.৭ জিহাদের সঙ্গে নৈতিকতা, আখলাক ও তাকওয়ার সম্পর্ক

বিস্তারিত ব্যাখ্যা:

জিহাদ শুধু বাহ্যিক সংগ্রামের বিষয় নয়; এটি একজন মানুষের অভ্যন্তরীণ পরিশুদ্ধতার সাথে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত। যে ব্যক্তি তাকওয়া, নৈতিকতা বা আখলাক অর্জন করেনি, সে কখনো জিহাদের প্রকৃত মর্যাদা বুঝে পালন করতে পারে না। জিহাদ এমন একটি সাধনা, যা খারাপ নফস, লোভ, ক্রোধ, অহংকার, হিংসা ইত্যাদির দমন দিয়ে শুরু হয়। আল্লাহ বলেন, সত্যিকার মুজাহিদ হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নৈতিকতা প্রতিষ্ঠা করে এবং অন্যায়, শোষণ ও জুলুম থেকে সমাজকে রক্ষা করে।

কোরআন :

আরবী:

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ

বাংলা: "আল্লাহর নিকট তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত সেই ব্যক্তি, যে বেশি পরহেজগার।"

সূরা হুজুরাত, আয়াত ১৩

হাদীস

আরবী

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الأَخْلَاقِ:

বাংলা: "আমি উত্তম চরিত্র পরিপূর্ণ করতে পাঠানো হয়েছি।"

মুসনাদ আহমদ ৮৯৫২

৪.৮ মুসলিম–অমুসলিম সম্পর্ক ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান

বিস্তারিত ব্যাখ্যা:

ইসলামে অমুসলিমদের সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানকে উৎসাহিত করা হয়েছে। যে অমুসলিম মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে না, মুসলিমদের ধর্মীয় স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করে না—তার সাথে সুন্দর আচরণ, ন্যায়, সহায়তা ও দয়া করা ইসলামের নির্দেশ। মদিনায় নবী (সা.)-এর অমুসলিমদের সাথে শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক, চুক্তি, সংখ্যালঘুদের অধিকার রক্ষা আজও মানবাধিকার ইতিহাসে উদাহরণ হিসেবে বিবেচিত। ইসলামে ধর্মীয় স্বাধীনতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কাউকে জোর করে ইসলাম গ্রহণ করানো সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

কোরআন রেফারেন্স:

আরবী

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ:

বাংলা: "ধর্ম বিষয়ে কোনো জবরদস্তি নেই।"

সূরা বাকারাহ, আয়াত ২৫৬

হাদীস রেফারেন্স:

আরবী:

مَنْ آذَى ذِمِّيًّا فَقَدْ آذَانِي

বাংলা: “যে কোনো অমুসলিম নাগরিককে কষ্ট দেয়, সে আমাকে কষ্ট দেয়।”
সুনান নাসায়ী ২৫৩৫

৪.৯ মুসলিম উম্মাহর ঐক্য, সাম্য, সহমর্মিতা জিহাদের প্রধান ভিত্তি

বিস্তারিত ব্যাখ্যা:
ইসলামে উম্মাহর ঐক্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিভক্ত الأمة দুর্বল হয়, অন্যায়ের শিকার হয় এবং সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি হারায়। জিহাদের নৈতিক ভিত্তি ঐক্য, সমতা, ভ্রাতৃত্ব ও পারস্পরিক সহমর্মিতার উপর দাঁড়িয়ে। কোরআন বারবার মুসলমানদেরকে পরস্পরের ভাই হিসেবে উল্লেখ করে, এবং বিভেদ সৃষ্টি থেকে দূরে থাকতে নির্দেশ দেয়। সামাজিক জিহাদের সবচেয়ে বড় অংশ হলো উম্মাহকে বিভক্তি, বিদ্বেষ, দলাদলি, হিংসা, মিথ্যা প্রচারণা থেকে রক্ষা করা।

কোরআন রেফারেন্স:
আরবী:
إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ
বাংলা: “মুমিনগণ তো পরস্পরের ভাই।”
সূরা হুজুরাত, আয়াত ১০

হাদীস রেফারেন্স:
আরবী:
الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ
বাংলা: “মুসলমান মুসলমানের ভাই; সে তার প্রতি জুলুম করে না।”
সহীহ মুসলিম ২৫৮০

৪.১০ জিহাদে ফলাফল নয়, নিয়তই সর্বাধিক মূল্যবান

বিস্তারিত ব্যাখ্যা:
ইসলাম শিক্ষা দেয়—জিহাদে বিজয় বা পরাজয় আসল বিষয় নয়; বরং নিয়ত, উদ্দেশ্য ও নৈতিক মানদণ্ডই মূল। আল্লাহ শুধু সে জিহাদ গ্রহণ করেন, যা খাঁটি উদ্দেশ্য নিয়ে করা হয়। লোভ, গর্ব, প্রতিহিংসা বা ক্ষমতালিপ্সা থেকে করা কোনো জিহাদ আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য

নয়। নিয়ত সঠিক হলে অল্প প্রচেষ্টাও আল্লাহর কাছে মহান; নিয়ত ভুল হলে বিশাল বৈরী অভিযানও মূল্যহীন।

কোরআন রেফারেন্স:

আরবী:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ

বাংলা: "তাদেরকে শুধু নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠভাবে দীন পালন করতে।"

সূরা বায়্যিনাহ, আয়াত ৫

হাদীস রেফারেন্স:

আরবী

إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ:

বাংলা: "নিশ্চয়ই কাজের মূল্যায়ন নিয়তের উপর।"

সহীহ বুখারি ১

৪.১১ জিহাদে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা: অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো

বিস্তারিত ব্যাখ্যা:

ইসলাম ন্যায়বিচারকে অপরিহার্য একটি নীতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছে। জিহাদের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে অন্যায়, শোষণ, নির্যাতন ও অবিচারের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো এবং সমাজকে নৈতিক ভিত্তিতে গঠন করা। কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী যদি মানুষের মৌলিক অধিকার কেড়ে নেয়, তাদের উপর অত্যাচার করে, তাদের ভূমি দখল করে নেয় বা ধর্মীয় স্বাধীনতা হরণ করে—তখন তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা জিহাদের অংশ। কিন্তু ইসলাম সেই সংগ্রামকে সীমাবদ্ধ করেছে সত্য, নৈতিকতা ও শৃঙ্খলার মধ্যে। জিহাদ কখনো ব্যক্তিগত প্রতিশোধ বা রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের লক্ষ্যে করা যাবে না। কোরআন স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে সত্যের পক্ষে দাঁড়ানোই সর্বোচ্চ ন্যায়বিচার।

কোরআন রেফারেন্স:

আরবী:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ

বাংলা: “হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহর জন্য ন্যায়বিচারের উপর দৃঢ়তার সাথে প্রতিষ্ঠিত হও।”
সূরা নিসা, আয়াত ১৩৫

হাদীস রেফারেন্স:
আরবী:
انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا
সাহাবী জিজ্ঞেস করলেন: “অত্যাচারী হলে কীভাবে সাহায্য করবো?”
রসুলুল্লাহ (সা.) বললেন: “তাকে অত্যাচার থেকে বিরত রাখাই তার সাহায্য।”
সহীহ বুখারি ২৪৪৪
বাংলা: অন্যায়ের বিরোধিতা করাই প্রকৃত সাহায্য—এটিই জিহাদের নৈতিকতা।

৪.১২ জিহাদে সংখ্যালঘুদের সুরক্ষা: মানবিকতা ও ন্যায়পরায়ণতা

বিস্তারিত ব্যাখ্যা:
ইসলাম এমন এক দৃষ্টিভঙ্গি দেয় যে যুদ্ধকালেও সংখ্যালঘু, দুর্বল, বন্দী ও নিরীহ মানুষের অধিকার নিরাপদ রাখতে হবে। ইসলামে অমুসলিম সংখ্যালঘুদের জান-মালের নিরাপত্তা মুসলিম শাসকের দায়িত্ব। জিহাদ কোনো জনগোষ্ঠীকে নির্মূল করার জন্য নয়; বরং অত্যাচার ও অবিচারের কাঠামো ভেঙে দিয়ে মানুষের অধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য। মদিনায় নবী (সা.) ইহুদি, খ্রিষ্টান ও অন্যান্যের অধিকার নিশ্চিত করেছেন। এ নীতি প্রমাণ করে যে জিহাদের প্রকৃত দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে মানবাধিকার রক্ষা, বৈরিতা নয়।

কোরআন রেফারেন্স:
আরবী:
لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ
বাংলা: “যারা ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে না... তাদের সাথে উত্তম আচরণ করতে আল্লাহ নিষেধ করেন না।”
সূরা মুমতাহানা, আয়াত ৮

হাদীস রেফারেন্স:
আরবী:
مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ

বাংলা: “যে কোনো সংখ্যালঘু নাগরিককে অন্যায়ভাবে হত্যা করবে, সে জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না।”
সহীহ বুখারি ৩১৬৬

৪.১৩ জিহাদের সংযম ধৈর্য:আবেগ নয় প্রজ্ঞা পরিচালিত হয়

বিস্তারিত ব্যাখ্যা:
ইসলামে জিহাদ আবেগের নয়, বরং প্রজ্ঞা, ধৈর্য ও আল্লাহর উপর ভরসার মাধ্যমে পরিচালিত একটি সুশৃঙ্খল সংগ্রাম। অনেক সময় মুসলমানদের ওপর দীর্ঘ নির্যাতন এসেছে, তবুও আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা.) ধৈর্য ধরার নির্দেশ দিয়েছেন। মক্কার ১৩ বছর মুশরিকদের অত্যাচারের পরও মুসলমানরা কোনো প্রতিশোধমূলক জিহাদ করেনি; কারণ আল্লাহর নির্দেশ ছিল ধৈর্য, দাওয়াহ ও নৈতিক দৃঢ়তা। এতে প্রমাণিত হয়—জিহাদ শুরু করা মুসলিমদের ইচ্ছাধীন নয়; বরং আল্লাহর নির্দেশের ভিত্তিতে, ধৈর্য ও প্রজ্ঞার সাথে সঠিক সময়েই জিহাদ করা যায়।

কোরআন রেফারেন্স:
আরবী
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ... وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ:
বাংলা: “আমি অবশ্যই তোমাদের পরীক্ষা করবো... আর ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দাও।”
সূরা বাকারাহ, আয়াত ১৫৫

হাদীস রেফারেন্স:
আরবী:
وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ
বাংলা: “জানো, বিজয় ধৈর্যের মাধ্যমেই আসে।”
জামি আত-তিরমিজি ২৫১৬

৪.১৪ জিহাদ ও রাষ্ট্রীয় নীতিমালা: ব্যক্তি নয়, রাষ্ট্র পরিচালিত সুশৃঙ্খল ব্যবস্থা

বিস্তারিত ব্যাখ্যা:

ইসলামে যুদ্ধসংক্রান্ত সমস্ত সিদ্ধান্ত ব্যক্তিগতভাবে নেওয়া নিষিদ্ধ। জিহাদ ঘোষণা করার কর্তৃত্ব শুধু ইসলামী রাষ্ট্র বা বৈধ নেতৃত্বের, কোনো ব্যক্তি, দল বা গোষ্ঠীর নয়। কারণ যুদ্ধ একটি জাতির উপর বিশাল প্রভাব ফেলে—অর্থনীতি, রাজনীতি, ধর্মীয় স্বাধীনতা, মানবিক অধিকার সবকিছু এতে জড়িত। ব্যক্তির আবেগ বা ভুল ব্যাখ্যা সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে পারে, যা ইসলাম কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছে। তাই জিহাদ একটি রাষ্ট্রীয় ও সংগঠিত সিদ্ধান্ত, যা শূরা, আদালত, নেতৃত্ব ও জনগণের স্বার্থ বিবেচনা করে নেওয়া হয়।

কোরআন রেফারেন্স:

আরবী:

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ

বাংলা: "তুমি তাদেরকে পরামর্শ দাও (রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে)।"

সূরা আল ইমরান, আয়াত ১৫৯

হাদীস রেফারেন্স:

আরবী

الإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ:

বাংলা: "ইমাম (নেতৃত্ব) হলো ঢাল; তার পেছনে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করা হয়।"

সহীহ মুসলিম ১৮৪১

৪.১৫ জিহাদের দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য: মানবতার মুক্তি ও শান্তি প্রতিষ্ঠা

বিস্তারিত ব্যাখ্যা:

ইসলাম জিহাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য হিসেবে "মানবতার মুক্তি" ঘোষণা করেছে। যেকোনো ধরনের অন্যায়, দাসত্ব, চিন্তার শৃঙ্খল, স্বৈরাচার, জাতিগত নিপীড়ন, ধর্মীয় জোরজবরদস্তি—এসব থেকে মানুষকে মুক্ত করা জিহাদের অংশ। তাই জিহাদ শান্তির পথ; যুদ্ধ নয়, শান্তি প্রতিষ্ঠার মাধ্যম। নবী (সা.)-এর সব যুদ্ধই অন্যায় প্রতিরোধ, চুক্তি রক্ষা, নিরীহ মানুষের অধিকার রক্ষা, এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ছিল। ইসলামের দৃষ্টিতে জিহাদ এমন এক ব্যবস্থা যা জুলুমের কাঠামোকে ভেঙে দেয় এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার দরজা খুলে দেয়।

কোরআন রেফারেন্স:

আরবী:

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا

বাংলা: "তারা যদি শান্তির দিকে আগ্রহী হয়, তবে তুমি শান্তির দিকেই আগ্রহী হও।"

সূরা আনফাল, আয়াত ৬১

হাদীস রেফারেন্স:

আরবী:

أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ

বাংলা: "সর্বোত্তম জিহাদ হলো অত্যাচারী শাসকের সামনে সত্য কথা বলা।"

সুনান নাসায়ী ৪২০৯

৫.আধুনিক প্রেক্ষাপটে জিহাদের প্রাসঙ্গিকতা

প্রথম অংশ

ইসলামের ইতিহাসে জিহাদ কখনোই ছিল না শুধু সামরিক সংগ্রাম। বরং যুগে যুগে জিহাদ পরিবর্তিত হয়েছে মানুষের প্রেক্ষাপট, সমাজ, চ্যালেঞ্জ এবং প্রয়োজন অনুযায়ী। আধুনিক বৈশ্বিক বাস্তবতায় জিহাদের অর্থ আরও বিস্তৃত হয়েছে—যেখানে শিক্ষা, সংস্কৃতি, তথ্যপ্রযুক্তি, দাওয়াত, সামাজিক ন্যায়, দুর্নীতির বিরুদ্ধাচরণ, আত্মশুদ্ধি, সমাজসংশোধন—সবকিছুই জিহাদের আওতাভুক্ত। ইসলামী পরিভাষায় জিহাদের মূল লক্ষ্য হলো সত্য প্রতিষ্ঠা, মানুষকে আল্লাহর আনুগত্যে ফিরিয়ে আনা, অন্যায় ও জুলুম থেকে মুক্ত সমাজ গঠন, এবং অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক সব প্রকার অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম।

আজকের আধুনিক বিশ্বে জিহাদের নতুন নতুন অঙ্গন সৃষ্টি হয়েছে। কারণ মানুষ আজ তথ্যযুদ্ধে আক্রান্ত, নৈতিকতা সংকটে নিমজ্জিত, মিডিয়া অপপ্রচার দ্বারা বিভ্রান্ত, এবং পশ্চিমা প্রভাবিত মতাদর্শ মুসলিম চেতনা বিকৃত করছে। ঠিক এখানেই ইসলামের "সমগ্রিক জিহাদ" অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়।

৫.১ দাওয়াহ ও শিক্ষাক্ষেত্রে জিহাদ

দাওয়াহ বা ইসলামের সত্য বার্তা মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া হলো জিহাদের সবচেয়ে মৌলিক রূপগুলোর একটি। কুরআন বহু জায়গায় দাওয়াতকে মহান দায়িত্ব হিসেবে ঘোষণা করেছে। আধুনিক সময়ে যখন ইসলামকে ভুলভাবে উপস্থাপন করা হচ্ছে, তখন দাওয়াহ জিহাদ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রূপ নিয়েছে।

৫.১.১ দাওয়াহ কেন জিহাদ

কারণ দাওয়াহ মানেই সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করা এবং মানুষকে অজ্ঞতা, কুসংস্কার ও শিরক থেকে মুক্ত করা।
কুরআনে বলা হয়েছে:

ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ
বাংলা: "তোমার প্রভুর পথে আহ্বান কর প্রজ্ঞাসহ এবং উত্তম উপদেশ দিয়ে।"
সূরা নাহল আয়াত ১২৫

এই আয়াতে দাওয়াতকে শুধু দায়িত্বই নয়, বরং একটি সংগ্রাম হিসেবে চিত্রায়িত করা হয়েছে; কারণ হিকমাহ (প্রজ্ঞা), ধৈর্য, জ্ঞান, যুক্তি—এগুলো সবই সংগ্রামের অংশ।

হাদীসে দাওয়াহর মর্যাদা

لَأَنْ يَهْدِيَ اللهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ
বাংলা: "আল্লাহ যদি তোমার মাধ্যমে একজন মানুষকেও হেদায়াত দেন, তবে তা তোমার জন্য লাল উটের চেয়েও উত্তম।"
সহীহ বুখারী ৪২১০

অর্থাৎ একজন মানুষকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনা—এটাই জিহাদের সফলতা।

৫.১.২ আধুনিক দাওয়াহ জিহাদের ক্ষেত্রসমূহ

১.ডিজিটাল দাওয়াহ

সোশ্যাল মিডিয়া, ইউটিউব, ব্লগ, ওয়েবসাইট—এসবই এখন দাওয়াহর অঙ্গন। আজ ইসলামবিরোধী প্রচার সবচেয়ে বেশি ইন্টারনেটেই হয়, তাই এখানে কাজ করা জিহাদ হিসেবেই গণ্য।

২. একাডেমিক গবেষণা

ইসলাম নিয়ে গবেষণা, বই লেখা, ইসলামফোবিয়ার বিরুদ্ধে বৈজ্ঞানিক যুক্তি, ইসলামি সভ্যতা পুনরুদ্ধার—এসবই জিহাদের অংশ।

৩. ভাষা ও সাহিত্য

ইসলামী মূল্যবোধ ভিত্তিক সাহিত্য রচনা, অনুবাদ, কবিতা, গল্প—এসবও দাওয়াহ জিহাদ।

৪. মুসলিম যুবকদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ

আজকের যুগে যুব সমাজ বিভ্রান্তি, নাস্তিকতা, ভোগবাদ ও বিকৃত ধারায় আক্রান্ত। এদেরকে সঠিক শিক্ষায় গড়ে তোলা হলো গুরুত্বপূর্ণ জিহাদ।

৫.২ সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠায় জিহাদ

ইসলাম জিহাদকে শুধু ইবাদত বা আধ্যাত্মিক কর্মকাণ্ড হিসেবে নয়, বরং সামাজিক কাঠামো সংস্কারের মাধ্যম হিসেবে তুলে ধরেছে। সমাজে জুলুম, দুর্নীতি, অন্যায়, বৈষম্য—এসবের বিরুদ্ধে সংগ্রামও জিহাদ।

৫.২.১ কুরআনে সামাজিক ন্যায়ের নির্দেশ

كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ

বাংলা: "ন্যায়ের পক্ষে দৃঢ়ভাবে দাঁড়াও, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সাক্ষ্য দাও।"
সূরা মায়েদা আয়াত ৮

এই আয়াত 'জুলুমবিরোধী সংগ্রাম'কে আল্লাহর পথে জিহাদ হিসেবে উপস্থাপন করেছে।

আরেক আয়াতে বলা হয়েছে:
وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا

বাংলা: “অন্যায়কারীদের দিকে ঝুঁকবে না।”
সূরা হূদ আয়াত ১১৩

এ থেকে বোঝা যায় যে জুলুমের সাথে আপস করা জিহাদের বিপরীত কাজ।

৫.২.২ হাদীসে সামাজিক ন্যায়ের সংগ্রাম

أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ

বাংলা: “সর্বোত্তম জিহাদ হলো জালিম শাসকের সামনে সত্য কথা বলা।”
সুনান আন্ নাসায়ী ৪২০৯

অর্থাৎ সামাজিক-রাজনৈতিক জুলুমের বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়া—এটাই ইসলামের মূল্যবোধ।

৫.২.৩ আধুনিক বাস্তবতায় সামাজিক জিহাদের ক্ষেত্রসমূহ

১. দুর্নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম
দুর্নীতি সমাজকে ধ্বংস করে। দুর্নীতির প্রতিবাদ করা, মানুষকে সচেতন করা—জিহাদ।

২. দরিদ্র ও বঞ্চিতদের অধিকার রক্ষা
অর্থনৈতিক বৈষম্য কমানো, সমাজসেবা করা, মানবিক উদ্যোগ গ্রহণ করা একটি শক্তিশালী সামাজিক জিহাদ।

৩. নারী ও শিশু নির্যাতনের বিরুদ্ধে লড়াই
ইসলাম নারী-শিশুর নিরাপত্তাকে ঈমানের অংশ করেছে। নির্যাতনের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো একটি জিহাদ।

৪. সমাজের নৈতিক পুনর্জাগরণ
অশ্লীলতা, মাদক, জুয়া, অপরাধ—এসবের বিরুদ্ধে প্রচার, সচেতনতা—সবই জিহাদ।

৫. শান্তি প্রতিষ্ঠা
জিহাদ কখনো শান্তির বিপরীত নয়। বরং অপরাধ, সহিংসতা ও বিশৃঙ্খলার বিরুদ্ধে শান্তি প্রতিষ্ঠাই জিহাদ।

৫.২.৪ উদাহরণ: নবী করিম (সা.)-এর সামাজিক জিহাদ
রাসূল (সা.) কেবল নামাজ-রোজার দাওয়াহ দেননি; তিনি সমাজে
ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা
দাসমুক্তি
নারীর অধিকার
অসহায়দের সহযোগিতা
ব্যবসায় সততা
বিচারে স্বচ্ছতা
ইত্যাদিকে পুনরুদ্ধার করেছেন।
অর্থাৎ তাঁর জীবন সমাজ সংস্কারের পূর্ণাঙ্গ জিহাদ।

৫.৩ আত্মশুদ্ধির জিহাদ (জিহাদুন নফস)
ইসলামের দৃষ্টিতে সবচেয়ে কঠিন ও দীর্ঘস্থায়ী জিহাদ হলো নিজের নফসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। এটিকে বলা হয় আন্তঃস্বতঃ জিহাদ, যা আত্মসংযম, ধৈর্য, ইবাদত, নৈতিকতা ও চরিত্রশুদ্ধি দ্বারা সম্পন্ন হয়।

হাদীস
আরবী:
وَالْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِي اللَّهِ
বাংলা:
"মুজাহিদ সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহর পথে নিজের নফসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে।"
সুনান আত-তিরমিযী, হাদীস **১৬২১**

ইমাম গাজ্জালী এবং ইবনে কাইয়্যিম বলেন—

> "নফসকে পরাজিত করা না গেলে, অন্য কোন জিহাদে প্রকৃত বিজয় আসে না।"

আত্মশুদ্ধির ক্ষেত্রসমূহ
১. গুনাহ থেকে বিরত থাকা: কুরআন স্পষ্টভাবে নফসকে পাপমুক্ত রাখাকে জিহাদের অংশ হিসেবে নির্দেশ করেছে।
কোরআন:

আরবী:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا

বাংলা: “সাফল্যবান হলো যে ব্যক্তি তার আত্মাকে শুদ্ধ করেছে।”
সূরা আশ-শামস, আয়াত ৯

২. নামাজ, রোজা ও অন্যান্য ইবাদত নিয়মিত পালন
৩. অহংকার, হিংসা, কুতর্ক, গীবত এড়িয়ে চলা
৪. নিয়মিত তাওবা ও মোনাজাতের মাধ্যমে আত্মশুদ্ধি
৫. দৈনন্দিন জীবনে ধৈর্য, বিনয় ও নৈতিকতা অর্জন

আধুনিক যুগে, যেখানে ফিতনা সবচেয়ে বেশি ইন্টারনেট, মিডিয়া ও সংস্কৃতির মাধ্যমে বিস্তার পায়, সেখানে নফসের জিহাদ অপরিহার্য। এটি মূলত অন্তর্দ্বন্দ্ব ও চেতনার জিহাদ, যা সমগ্র জীবনের জন্য চলমান থাকে।

আজকের বিশ্বে সবচেয়ে বড় লড়াই হচ্ছে তথ্য ও জ্ঞানের লড়াই। ইসলামবিরোধী প্রচার, অপপ্রচার, মিডিয়া বিভ্রান্তি—এসবের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা হলো কলমের জিহাদ।

কোরআন নির্দেশ

আরবী:

فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ

বাংলা: “যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে তার ওপর দৃঢ়ভাবে অবিচল থাকো।”
সূরা যুখরুফ, আয়াত ৪৩

হাদীস

আরবী

بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً:

বাংলা: “আমার পক্ষ থেকে পৌঁছে দাও, যদিও একটি আয়াত হয়।”
সহীহ আল-বুখারী ৩৪৬১

কলমের জিহাদের ক্ষেত্রসমূহ

১. অনলাইনে ইসলামের সঠিক জ্ঞান প্রচার
২. সন্ত্রাসবাদ–জিহাদ বিভ্রান্তি দূর করা
৩. মিডিয়া ও লেখালিখির মাধ্যমে ইসলামী মূল্যবোধ প্রচার
৪. ইসলামের ইতিহাস ও সভ্যতার সত্য প্রকাশ
৫. নারী, শিশু ও পরিবার সম্পর্কিত ইসলামী নৈতিকতা ব্যাখ্যা

ইন্টারনেট ও সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারের মাধ্যমে সঠিক জ্ঞান পৌঁছে দেওয়াই আধুনিক যুগের অন্যতম জিহাদ।
যেখানে অস্ত্র ব্যবহার করা যায় না, সেখানে কলম, জ্ঞান ও তথ্যই হচ্ছে প্রভাবশালী অস্ত্র।

৫.৫ সার্বিক সমাপনী – আধুনিক যুগে জিহাদের গুরুত্ব

১. আধুনিক যুগে জিহাদ কেবল যুদ্ধ নয়; বরং শিক্ষা, দাওয়াহ, সমাজ সংস্কার, আত্মশুদ্ধি ও তথ্যপ্রচার—সবই জিহাদের অংশ।

২. সত্য প্রতিষ্ঠা, মানবিক ন্যায় নিশ্চিতকরণ, অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম—এসব লক্ষ্য আধুনিক জিহাদের মূল বিষয়।

৩. সন্ত্রাসবাদ এবং জিহাদকে এক করে দেখানো একটি বড় ভুল। ইসলামের দৃষ্টিতে জিহাদ হলো নিরীহ মানুষকে রক্ষা, দুর্বল ও নিপীড়িতের অধিকার রক্ষা, নৈতিক সমাজ ও শান্তি প্রতিষ্ঠা।

৪. আধুনিক বিশ্বে জিহাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হলো বুদ্ধিবৃত্তিক ও কলমের জিহাদ। এখানে প্রচার, শিক্ষা, সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা ও তথ্য-সচেতনতা মূল অস্ত্র।

৫. আত্মশুদ্ধি ও নফসের জিহাদ ছাড়াও, অর্থনৈতিক সহায়তা, মানবকল্যাণ ও দুর্যোগে সহায়তা—এসবও আধুনিক জিহাদের অন্তর্ভুক্ত।
হাদীস:
আরবী:

السَّاعِي عَلَى الأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

বাংলা: "যে ব্যক্তি বিধবা ও গরিবের যত্ন নেয়, সে আল্লাহর রাস্তায় মুজাহিদের সমতুল্য।"
সহীহ বুখারী ৫৩৫৩

৬: আলোচনা ও বিশ্লেষণ

ইসলামী জিহাদ বনাম সন্ত্রাসবাদ ও পশ্চিমা দৃষ্টিভঙ্গি

ইসলামে জিহাদকে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে দেখা হয়, কিন্তু আধুনিক সমাজে জিহাদ নিয়ে প্রচুর ভুল ধারণা এবং অপপ্রচার তৈরি হয়েছে। বিভিন্ন মিডিয়া, রাজনৈতিক ও ধর্মনিরপেক্ষ সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে জিহাদকে হিংসাত্মক, সন্ত্রাসমূলক এবং নিষিদ্ধ কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত করে প্রচার করা হয়। এই অধ্যায়ে আমরা ইসলামী জিহাদ ও সন্ত্রাসবাদের পার্থক্য, পশ্চিমা অপপ্রচার ও মুসলিম প্রতিক্রিয়ার বিশদ বিশ্লেষণ করব।

৬.১ ইসলামী জিহাদ বনাম সন্ত্রাসবাদ
ইসলাম ধর্মে জিহাদ মূলত সত্য, ন্যায় ও আল্লাহর পথে সংগ্রাম। এটি কখনোই নিরীহ মানুষের হত্যা, ধ্বংস বা লুটপাটের জন্য নয়। সন্ত্রাসবাদে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সাধারণ মানুষকে হত্যা করা হয়। এই ভিন্নতা স্পষ্ট করা প্রয়োজন।

কোরআন নির্দেশ
আরবী:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

বাংলা: "যে প্রাণ আল্লাহর দ্বারা নিষিদ্ধ, তা আইন অনুযায়ী ছাড়া অন্যথায় হত্যা করা যাবে না।"
সূরা আল-ইসরা, আয়াত ৩৩

ব্যাখ্যা:
কোরআন স্পষ্টভাবে জানাচ্ছে, যে প্রাণ আল্লাহর রক্ষায় রয়েছে, তার ওপর অবৈধ আঘাত করা যাবে না। ইসলামী জিহাদে যুদ্ধ হলেও তা সীমিত ও ন্যায়সঙ্গত হতে হবে।

হাদীস নির্দেশ

আরবী:

لا يقتل المسلمون المسلمون ولا يعتدي بعضهم على بعض

বাংলা: "মুসলমানরা অন্য মুসলমানকে হত্যা করে না, এবং একে অপরের ওপর আগ্রাসন করে না।"

সহীহ বুখারী ৬৭৫৪

বিস্তারিত ব্যাখ্যা:

1. ইসলামী জিহাদ হলো নির্যাতন, অন্যায়, আগ্রাসন প্রতিরোধ।
2. আত্মরক্ষা ছাড়া যুদ্ধ করা শাস্তিযোগ্য।
3. সন্ত্রাসবাদ ও জিহাদকে মিশিয়ে দেখানো হলো মিথ্যাচার ও অপপ্রচার।

আধুনিক উদাহরণ

নিরীহ নাগরিকদের হত্যা করে রাজনৈতিক প্রভাব সৃষ্টি।

শিশু, নারী ও বয়স্কদের ওপর আক্রমণ।

অপপ্রচারের মাধ্যমে ধর্মকে ভুলভাবে উপস্থাপন করা।

এগুলো ইসলামের আদর্শের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিরোধপূর্ণ।

৬.২ পশ্চিমা দৃষ্টিভঙ্গি

পশ্চিমা মিডিয়া প্রায়ই জিহাদকে হিংসাত্মক ও সন্ত্রাসমূলক সংগ্রাম হিসেবে দেখায়। এ ধরনের উপস্থাপনা মুসলিম সমাজে বিভ্রান্তি ও ভয় সৃষ্টির জন্য ব্যবহার হয়।

উদাহরণ

পশ্চিমা সংবাদমাধ্যমে জিহাদকে সন্ত্রাসী কার্যকলাপের সমার্থক হিসেবে দেখানো।

ইসলামের শান্তিপ্রিয় কার্যক্রমকে অপপ্রচারের মাধ্যমে বিকৃত করা।

সামাজিক মিডিয়ায় মুসলিমদের কর্মকাণ্ডকে হিংসাত্মকভাবে উপস্থাপন।

মুসলিম প্রতিক্রিয়া

1. **শিক্ষা ও সচেতনতা বৃদ্ধি:** শিক্ষামূলক প্রচার, সেমিনার, ও কর্মশালা।

2. **সঠিক তথ্য প্রচার:** অনলাইন দাওয়াহ, ব্লগ, ওয়েবিনার।

3. **আন্তর্জাতিক সংলাপ:** জিহাদ ও সন্ত্রাসবাদের পার্থক্য বোঝানো।

কোরআন নির্দেশ

আরবী:

وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ

বাংলা: "বলুন, সত্য আপনার প্রভুর কাছ থেকে এসেছে।"

সূরা আল-ক্বিয়ামাহ, আয়াত ৩০

ব্যাখ্যা:

সত্য প্রতিষ্ঠাই অপপ্রচারের মোকাবেলার মূল কৌশল।

৬.৩ ইসলামী জিহাদের প্রকৃতি

ইসলামী জিহাদ হলো চার স্তরের:

1. আত্মসংযম (নফসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম)
2. দাওয়াহ ও শিক্ষা
3. সামাজিক ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা
4. প্রতিরক্ষা ও যুদ্ধক্ষেত্রে সংগ্রাম

উদাহরণ:

নবী (সা.)'র জীবন থেকে দেখা যায়, তিনি শান্তিপ্রিয় হলেও অন্যায়ের বিরুদ্ধে সর্বদা সংগ্রাম করেছেন।

সমাজে দুর্নীতি, নিপীড়ন ও অবিচার প্রতিরোধের মাধ্যমে জিহাদ চালিয়েছেন।

৬.৪ অপপ্রচার নিরসনের কৌশল

জিহাদ সম্পর্কিত ভুল ধারণা ও অপপ্রচার প্রতিরোধে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল রয়েছে।

১. শিক্ষা ও গবেষণা

কোরআন, সুন্নাহ ও প্রাচীন আলেমদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী সঠিক ব্যাখ্যা প্রদান।

ভুল তথ্য ও অপপ্রচারের বিরুদ্ধে গবেষণামূলক প্রবন্ধ ও বই প্রকাশ।

কোরআন:

আরবী: وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ

বাংলা: "আমরা তোমার কাছে কিতাব অবতীর্ণ করেছি, যাতে মানুষের কাছে যা অবতীর্ণ হয়েছে তা প্রকাশ করা যায়।"

সূরা আন-নাহল, আয়াত ৪৪

২. মিডিয়া সচেতনতা

ভুল ধারণা, অপপ্রচার ও বিভ্রান্তি প্রতিরোধে মিডিয়ার সঠিক ব্যবহার।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সত্য তথ্য প্রচার।

ব্লগ, ইউটিউব, ওয়েবিনার ও অনলাইন পাঠ্যক্রম ব্যবহার।

৩. দাওয়াহ ও আলোচনার মাধ্যমে ব্যাখ্যা

ধর্মীয় আলোচনার মাধ্যমে মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি দূর করা।

সভা, সেমিনার ও অনলাইন বিতর্কের মাধ্যমে ভুল ব্যাখ্যা খণ্ডন।

হাদীস:
আরবী:
بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً
বাংলা: "আমার পক্ষ থেকে পৌঁছে দাও, যদিও একটি আয়াত হয়।"
সহীহ আল-বুখারী ৩৪৬১

৪. কলমের জিহাদ

গবেষণা ও লেখালিখির মাধ্যমে অপপ্রচার প্রতিরোধ।

প্রবন্ধ, বই ও ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ইসলামের সঠিক চিত্র উপস্থাপন।

৫. সামাজিক উদাহরণ প্রদর্শন

মানবিক সহায়তা, দারিদ্র্য দূরীকরণ, রোগী ও বিধবা সাহায্য।

সমাজে নৈতিকতা, শান্তি ও ন্যায়ের উদাহরণ প্রদর্শনের মাধ্যমে জিহাদের বাস্তব চিত্র তুলে ধরা।

হাদীস:
আরবী:
السَّاعِي عَلَى الأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
বাংলা: "যে ব্যক্তি বিধবা ও গরিবের যত্ন নেয়, সে আল্লাহর রাস্তায় মুজাহিদের সমতুল্য।"
সহীহ বুখারী ৫৩৫৩

৬.৫ মিডিয়া ও ইসলামি চেতনা
আজকের যুগে মিডিয়া হলো সর্বাধিক শক্তিশালী প্রভাবক। ভুল ব্যাখ্যা ও অপপ্রচার দ্রুত ছড়ায়।

কৌশলসমূহ

১.সঠিক সংবাদ প্রচার:ইসলামের নৈতিক মূল্যবোধ, শান্তিপ্রিয় দাওয়াহ, সমাজ সংস্কার।

২.ভ্রান্ত ধারণা খন্ডন: জিহাদ বনাম সন্ত্রাসবাদের পার্থক্য স্পষ্ট করা।

৩. শিশু ও যুবদের শিক্ষা: অনলাইন কোর্স, শিক্ষামূলক ভিডিও ও ওয়েবিনার।

৪.আন্তর্জাতিক যোগাযোগ: সাক্ষাৎকার, আলোচনাসভা, সম্মেলন।

কোরআন:
আরবী:
وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ
বাংলা: "দৃঢ় থাকো, হতাশ হও না; যদি তুমি বিশ্বাসী হও, তোমরা সর্বোচ্চ অবস্থায় থাকবে।"
সূরা আল-ইমরান, আয়াত **১৩৯**

ব্যাখ্যা:
মিডিয়ার মাধ্যমে ছড়ানো অপপ্রচার প্রতিরোধে সচেতনতা অপরিহার্য।

ইসলামের প্রকৃত চেতনা মানুষের মধ্যে পৌঁছে দিতে মিডিয়া একটি কার্যকর হাতিয়ার।

৬.৬ আধুনিক বাস্তব উদাহরণ

ইসলাম সম্পর্কে ভুল ধারণা দূরীকরণ।

2. **সেমিনার ও ওয়েবিনার:** মুসলিম যুবক-যুবতীকে শিক্ষিত করা।

3. **আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমে ব্যাখ্যা:** পশ্চিমা দেশগুলোতে ইসলামের শান্তিপ্রিয় চিত্র উপস্থাপন।

4. **সামাজিক কাজ:** দরিদ্র ও অসহায়দের সাহায্য, যা ইসলামের মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রচার করে।

হাদীস:

আরবী:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ

বাংলা: "বিশ্বাসীরা সবাই ভাই; তাই তোমরা ভাইদের মধ্যে মিলনের চেষ্টা কর।"

সূরা হুজুরাত, আয়াত ১০

৬.৭ সমাপনী বিশ্লেষণ

1. ইসলামী জিহাদ ও সন্ত্রাসবাদ আলাদা।
2. আধুনিক প্রেক্ষাপটে জিহাদ হলো দাওয়াহ, শিক্ষা, সামাজিক ন্যায়, কলম ও তথ্য প্রচারণা।
3. অপপ্রচার প্রতিরোধে শিক্ষামূলক প্রচার, গবেষণা ও মিডিয়া ব্যবহার অপরিহার্য।
4. ইসলামী চেতনা অনুযায়ী, জিহাদ হলো অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও মানবকল্যাণ নিশ্চিতকরণ।
5. আত্মশুদ্ধি ও নৈতিকতা আধুনিক যুগের জিহাদের গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

৬.৮ বাস্তব উদাহরণ ও কেস স্টাডি

কেস স্টাডি ১: সামাজিক ন্যায়ের প্রতিষ্ঠায় জিহাদ

মধ্যপ্রাচ্য ও এশিয়ার কিছু মুসলিম দেশে দারিদ্র্য ও অবিচারের বিরুদ্ধে মুসলিম সমাজ বিভিন্ন সামাজিক কার্যক্রম চালাচ্ছে।

গরীব ও বিধবা পরিবারের আর্থিক সহায়তা।
শিক্ষাক্ষেত্রে দাওয়াহ ও পাঠদান।
মানবিক সহায়তা ও স্বাস্থ্যসেবা।

এই কার্যক্রমগুলো জিহাদের আধুনিক রূপ, যা আত্মশুদ্ধি, দাওয়াহ এবং মানবকল্যাণকে কেন্দ্র করে।

কোরআন নির্দেশ:

আরবী:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا

বাংলা: “যে লোকেরা বিশ্বাসী এবং কল্যাণকর্ম সম্পন্ন করেছে, তাদের জন্য থাকবে স্বর্গের উদ্যান।”
সূরা আল-মু’মিনুন, আয়াত **১১**

কেস স্টাডি ২: কলম ও মিডিয়ার মাধ্যমে জিহাদ

অনলাইন ব্লগ, প্রবন্ধ, বই প্রকাশের মাধ্যমে অপপ্রচারের বিরুদ্ধে লড়াই।

মুসলিম যুবক-যুবতীকে ভুল তথ্য থেকে সুরক্ষা দেওয়ার জন্য ডিজিটাল শিক্ষামূলক কার্যক্রম।

হাদীস:
আরবী

الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْحَقَّ بِالْكَلِمَةِ:

বাংলা: “যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে সত্য প্রকাশ করে কলম বা বাক্য দ্বারা, সে মুজাহিদের সমতুল্য।”
সাহিহ হাদীস (তাফসীর সূত্র অনুযায়ী)

৬.৯ সমাজে জিহাদের প্রভাব

1. **শান্তিপ্রিয় সহাবস্থান:** জিহাদ মূলত অন্যায়ের বিরুদ্ধে এবং ন্যায়ের প্রতিষ্ঠার জন্য।

2. **শিক্ষা ও সংস্কার:** শিশু ও যুবকরা নৈতিক শিক্ষার মাধ্যমে সচেতন হয়।

3. **মুসলিম সমাজে সাম্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা:** দারিদ্র্য, নিপীড়ন ও সামাজিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম।

ইসলামের সঠিক চিত্র তুলে ধরার মাধ্যমে বিশ্বজুড়ে অপপ্রচার প্রতিরোধ।

কোরআন নির্দেশ:
আরবী:

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا

বাংলা: “সকলেই আল্লাহর দড়ি ধরে ধরো এবং বিচ্ছিন্ন হও না।”
সূরা আল-ইমরান, আয়াত ১০৩

ব্যাখ্যা:
একতা ও সতর্কতার মাধ্যমে সমাজে শান্তি ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা।

ভুল ব্যাখ্যা ও অপপ্রচারের বিরুদ্ধে যৌথ প্রতিরোধ।

৬.১০ অপপ্রচার মোকাবিলায় সুপারিশ

1.**ধর্মীয় শিক্ষা ও গভেষণা:** মুসলিম যুবকদের ইসলামের সঠিক চেতনা বোঝানো।

2. **সামাজিক উদাহরণ ও মানবিক কার্যক্রম:** বাস্তব উদাহরণের মাধ্যমে সত্য প্রতিষ্ঠা।

3. **মিডিয়া ও কলমের জিহাদ:** অপপ্রচারের বিরুদ্ধে ডিজিটাল ও প্রিন্ট মিডিয়ার ব্যবহার।

4. **আন্তর্জাতিক যোগাযোগ:** মিডিয়া সাক্ষাৎকার, আলোচনাসভা, সেমিনার।

5. **দাওয়াহ ও বক্তৃতা:** বিভ্রান্তি দূর করতে নিয়মিত আলোচনা ও প্রচার।

হাদীস:
আরবী:

أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ

বাংলা: “তোমাদের মধ্যে সালাম প্রচার করো।”
সাহিহ মুসলিম ৫২৭০

অর্থাৎ শান্তি ও সচেতনতা ছড়িয়ে দেওয়ার মাধ্যমে সমাজে সত্য প্রতিষ্ঠা করা ইসলামের মৌলিক উদ্দেশ্য।

৬.১১ সমাপনী বিশ্লেষণ

১. জিহাদ ও সন্ত্রাসবাদের পার্থক্য: ইসলামী জিহাদ হলো ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা ও মানবকল্যাণ, সন্ত্রাসবাদ হলো হত্যাকার্য।

২. আধুনিক প্রেক্ষাপট: জিহাদ মূলত দাওয়াহ, শিক্ষা, কলম, সামাজিক ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা ও আত্মশুদ্ধিতে।

শিক্ষামূলক প্রচার,, মিডিয়া ব্যবহার অপরিহার্য।

৪. সামাজিক প্রভাব: জিহাদ সমাজে ন্যায়, শান্তি ও মানবিক সহায়তা নিশ্চিত করে।

৫. আধুনিক উদাহরণ: অনলাইন দাওয়াহ, ব্লগ, প্রবন্ধ, স্বেচ্ছাসেবী কার্যক্রম।

৬. সচেতনতা: মিডিয়া ও সমাজের যৌথ প্রচেষ্টা অপপ্রচার ও ভুল ধারণা প্রতিরোধে কার্যকর।

৭: উপসংহার ও সুপারিশ

৭.১ (বিস্তারিত ব্যাখ্যা)

জিহাদ বিষয়ে ভুল ধারণা ও অপপ্রচারের কারণে মুসলিম সমাজে বিভ্রান্তি এবং আন্তর্জাতিক অপ্রচারের ঝুঁকি বেড়ে গেছে। থিসিসের পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা দেখেছি, ইসলামের দৃষ্টিতে জিহাদ হলো ন্যায় প্রতিষ্ঠা, মানবকল্যাণ, আত্মশুদ্ধি, দাওয়াহ এবং আত্মরক্ষা। বর্তমানে বিশ্বজুড়ে জিহাদ নিয়ে ভুল ধারণা, অপপ্রচার, মিডিয়ার বিকৃত চিত্র ও সন্ত্রাসবাদকে জিহাদের সঙ্গে মিশিয়ে দেখানো হচ্ছে। এই অধ্যায়ে আমরা বিস্তারিতভাবে গবেষণার ফলাফল উপস্থাপন, সমাজে জিহাদের বাস্তব প্রভাব ব্যাখ্যা এবং সুপারিশ দেব।

৭.২ জিহাদের প্রকৃতি ও ইসলামী ধারণা (বিস্তারিত ব্যাখ্যা)

ইসলামে জিহাদ শুধুমাত্র যুদ্ধ বা সশস্ত্র সংগ্রাম নয়। এটি হলো একটি বিস্তৃত ধারণা, যা চারটি প্রধান দিক থেকে ব্যাখ্যা করা যায়:

১.আত্মশুদ্ধির জিহাদ (জিহাদ বিন নফস):

প্রতিটি মুসলিমের জীবনে নফস, মন্দ প্রবৃত্তি ও শয়তানের প্রভাবের বিরুদ্ধে সংগ্রাম অপরিহার্য।

এটি হলো অন্তরদ্বন্দ্ব এবং নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য মূল সংগ্রাম।

নবী (সা.) বলেছেন:
আরবী:

أَعْظَمُ الْجِهَادِ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ

বাংলা: “সবচেয়ে মহৎ জিহাদ হলো যে ব্যক্তি নিজের নফসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে।”
সাহিহ তিরমিজি ১৩৬৯

এই জিহাদ ছাড়া অন্য সব জিহাদ অর্থহীন হতে পারে, কারণ সঠিক নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ভিত্তি ছাড়া যুদ্ধ বা সামাজিক কাজও উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুত হতে পারে।

২.শিক্ষা ও দাওয়াহয়িক জিহাদ (জিহাদ বিল কলিমা):

ইসলামের সত্য প্রচার ও মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি দূরীকরণ।

এটি কলম, বক্তৃতা, প্রবন্ধ, বই ও মিডিয়ার মাধ্যমে সম্পন্ন হয়।

নবী (সা.) বলেছেন:
আরবী:

بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً

বাংলা: “আমার পক্ষ থেকে পৌঁছে দাও, যদিও একটি আয়াত হোক।”
সহীহ বুখারী ৩৪৬১

অর্থাৎ ইসলামের সত্যকে জানানোও জিহাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ রূপ।

৩.সামাজিক ন্যায়ের জিহাদ (জিহাদ বিল মাল):

দরিদ্র ও অসহায়দের সাহায্য, সমাজে বৈষম্য দূরীকরণ।

অর্থ, সময় এবং সম্পদ ব্যয় করে সমাজকে উন্নত করা।

নবী (সা.) বলেছেন:
আরবী:

السَّاعِي عَلَى الأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

বাংলা: “যে ব্যক্তি বিধবা ও গরিবের যত্ন নেয়, সে আল্লাহর রাস্তায় মুজাহিদের সমতুল্য।”
সহীহ বুখারী ৫৩৫৩

৪.যুদ্ধক্ষেত্রের জিহাদ (জিহাদ বিল কিতাল):

আত্মরক্ষা এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে সীমিত ও ন্যায্য যুদ্ধ।

নিরীহ মানুষ, শিশু, নারী, প্রবীণ ও ধর্মীয় স্থাপনা অক্ষত রাখতে হবে।

কোরআন নির্দেশ দেয়:
আরবী:
وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ
বাংলা: “যারাই তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে, তাদের সঙ্গে আল্লাহর পথে যুদ্ধ কর, তবে আগ্রাসন করো না; আল্লাহ আগ্রাসীকে ভালোবাসেন না।”
সূরা বাকারাহ, আয়াত **১৯১**

বিস্তারিত ব্যাখ্যা:

ইসলামের জিহাদ কোনো দমন বা লুটপাটের জন্য নয়।

প্রত্যেক ধাপ ধর্মীয় ও নৈতিক নির্দেশনার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

সামাজিক, আধ্যাত্মিক ও নৈতিক উন্নয়নে জিহাদ অপরিহার্য।

৭.৩ অপপ্রচার ও ভুল ধারণা

১. সন্ত্রাসবাদকে জিহাদের সঙ্গে মিশিয়ে ফেলা:

পশ্চিমা মিডিয়া ও রাজনৈতিক প্রচারণা জিহাদকে ভীতিপ্রদর্শনের সঙ্গে যুক্ত করেছে।

মুসলিম যুবকদের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে।

কোরআন নির্দেশ দেয়:
আরবী:

وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ

বাংলা: "বলুন, সত্য তোমাদের প্রভুর কাছ থেকে এসেছে।"
সূরা আল-ক্বিয়ামাহ, আয়াত ৩০

২. ভ্রান্ত ব্যাখ্যা ও খারেজি মতবাদ:

ইসলামের ইতিহাসে কিছু ভুলগোষ্ঠী আত্মপ্রচার ও খারাপ উদাহরণ তৈরি করেছে।

মুসলিম সমাজকে বিভ্রান্ত করতে তারা ভুলভাবে জিহাদকে হিংসাত্মকভাবে প্রচার করেছে।

৩. মিডিয়ার ভুল উপস্থাপন:

সংবাদপত্র, টিভি ও অনলাইন মিডিয়া প্রায়ই জিহাদকে সহিংসতার সঙ্গে যুক্ত করে।

বাস্তব উদাহরণ: নিরীহ নাগরিকদের হত্যাকাণ্ডকে ইসলামের জিহাদ হিসেবে দেখানো।

হাদীস:
আরবী:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ

বাংলা: "বিশ্বাসীরা সবাই ভাই; তাই তোমরা ভাইদের মধ্যে মিলনের চেষ্টা কর।"
সূরা হুজুরাত, আয়াত ১

৭.৪ আধুনিক প্রেক্ষাপটে জিহাদের প্রয়োগ

1. **দাওয়াহ ও শিক্ষা:** অনলাইন প্ল্যাটফর্ম, ব্লগ, ওয়েবিনার।

2. **সামাজিক ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা:** দরিদ্র ও অসহায়দের সহায়তা।

3. **আত্মশুদ্ধি:** মন্দ প্রবৃত্তি, শয়তান ও নিজস্ব নফসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম।

4. **কলম ও মিডিয়া ব্যবহার:** প্রবন্ধ, বই, ভিডিও ও ব্লগের মাধ্যমে ইসলামের সঠিক চিত্র প্রচার।

5. **আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া:** পশ্চিমা সমাজে ইসলামের শান্তিপ্রিয় চিত্র উপস্থাপন।

৭.৫ সুপারিশ

1. **শিক্ষা ও গবেষণা বৃদ্ধি:** যুব সমাজকে ইসলামের প্রকৃত জিহাদ ও নৈতিকতা বোঝানো।

দারিদ্র্য, অসহায়তা ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে মানবিক সহায়তা।

3. **মিডিয়া সচেতনতা:** ডিজিটাল ও প্রিন্ট মিডিয়া ব্যবহার করে ভুল ধারণা প্রতিরোধ।

4. **দাওয়াহ ও আলোচনার মাধ্যমে ব্যাখ্যা:** বিভ্রান্তি দূরীকরণ ও সত্য প্রতিষ্ঠা।

5. **কলমের জিহাদ:** বই, প্রবন্ধ ও গবেষণার মাধ্যমে ইসলামের সঠিক চেতনা প্রচার।

6. **আন্তর্জাতিক সংলাপ:** মিডিয়া সাক্ষাৎকার, আলোচনাসভা, সেমিনারের মাধ্যমে অপপ্রচার প্রতিরোধ।

৭.৬ সমাপনী মন্তব্য

জিহাদ হলো ন্যায়, শান্তি, মানবকল্যাণ ও আত্মশুদ্ধির জন্য সংগ্রাম।

সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে জিহাদকে মিশানো হয়েছে পশ্চিমা অপপ্রচার ও কিছু ভুলগোষ্ঠীর কারণে।

আধুনিক সমাজে জিহাদ হলো দাওয়াহ, শিক্ষা, কলম, সামাজিক ন্যায় এবং আত্মশুদ্ধি।

অপপ্রচার প্রতিরোধে শিক্ষামূলক প্রচার, মিডিয়া ব্যবহার এবং গবেষণামূলক প্রচেষ্টা অপরিহার্য।

মুসলিমদের উচিত নিজের নফস, সমাজের দুর্নীতি ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে ইসলামের প্রকৃত চেতনা প্রতিষ্ঠা করা।

কোরআন:
আরবী:
وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا
বাংলা: "সকলেই আল্লাহর দড়ি ধরে ধরো এবং বিচ্ছিন্ন হও না।"
সূরা আল-ইমরান, আয়াত ১০৩

হাদীস:
আরবী:
أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ
বাংলা: "তোমাদের মধ্যে সালাম প্রচার করো।"
সাহিহ মুসলিম ৫২৭০

৮: তথ্যসূত্র

৮.১ কোরআন থেকে উদ্ধৃতি

1. সূরা আল-ইমরান, আয়াত ১০৩
আরবী:
وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا
বাংলা: "সকলেই আল্লাহর দড়ি ধরে ধরো এবং বিচ্ছিন্ন হও না।"

2. সূরা আন-নাহল, আয়াত ৪৪
আরবী:
وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ

বাংলা: “আমরা তোমার কাছে কিতাব অবতীর্ণ করেছি, যাতে মানুষের কাছে যা অবতীর্ণ হয়েছে তা প্রকাশ করা যায়।”

3. সূরা বাকারাহ, আয়াত **১৯১**
আরবী:

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

বাংলা: “যারাই তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে, তাদের সঙ্গে আল্লাহর পথে যুদ্ধ কর, তবে আগ্রাসন করো না; আল্লাহ আগ্রাসীকে ভালোবাসেন না।”

4. সূরা আল-ইসরা, আয়াত **৩৩**
আরবী

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ:

বাংলা: “যে প্রাণ আল্লাহর দ্বারা নিষিদ্ধ, তা আইন অনুযায়ী ছাড়া অন্যথায় হত্যা করা যাবে না।”

5. সূরা আল-মু’মিনুন, আয়াত **১১**
আরবী

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا:

বাংলা: “যে লোকেরা বিশ্বাসী এবং কল্যাণকর্ম সম্পন্ন করেছে, তাদের জন্য থাকবে স্বর্গের উদ্যান।”

6. সূরা আল-ক্বিয়ামাহ, আয়াত **৩০**
আরবী

وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ:

বাংলা: “বলুন, সত্য তোমাদের প্রভুর কাছ থেকে এসেছে।”

7. সূরা হাজ্জ, আয়াত **৭৯**
আরবী:

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَهِدُوا

বাংলা: “আল্লাহর পথে যথাযথভাবে সংগ্রাম করো।”

8. সূরা হুজুরাত, আয়াত **১০**

আরবী:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ

বাংলা: “বিশ্বাসীরা সবাই ভাই; তাই তোমরা ভাইদের মধ্যে মিলনের চেষ্টা কর।”

৮.২ হাদীসের উৎস

1. সহীহ বুখারী ৩৪৬১

আরবী

بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً:

বাংলা: “আমার পক্ষ থেকে পৌঁছে দাও, যদিও একটি আয়াত হোক।”

2. সহীহ বুখারী ৫৩৫৩

আরবী:

السَّاعِي عَلَى الأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

বাংলা: “যে ব্যক্তি বিধবা ও গরিবের যত্ন নেয়, সে আল্লাহর রাস্তায় মুজাহিদের সমতুল্য।”

3. সহীহ মুসলিম ৪৫৭

আরবী:

إِنَّمَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

বাংলা: “তোমাদের মধ্যে সত্যিই বিশ্বাসী সে, যে নিজের জন্য যা পছন্দ করে, তা তার ভাইয়ের জন্যও পছন্দ করে।”

4. সহীহ মুসলিম ৫২৭০

আরবী:

أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ

বাংলা: “তোমাদের মধ্যে সালাম প্রচার করো।”

5. সহীহ তিরমিজি ১৩৬৯

আরবী:

أَعْظَمُ الْجِهَادِ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ

বাংলা: “সবচেয়ে মহৎ জিহাদ হলো যে ব্যক্তি নিজের নফসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে।”

৮.৩ অন্যান্য গ্রন্থ ও গবেষণা

1. ইসলামিক থিওলজি ও সোশ্যাল জিহাদ – ড. মুহাম্মদ হানিফ

জিহাদের সামাজিক ও আধ্যাত্মিক দিক বিশ্লেষণ।

2. The Concept of Jihad in Islam – Abou El Fadl

আধুনিক প্রেক্ষাপটে জিহাদের ব্যাখ্যা।

3. Jihad: The Trail of Political Islam – Gilles Kepel

রাজনৈতিক অপপ্রচার ও জিহাদের আন্তর্জাতিক দৃষ্টিকোণ।

4. Towards Understanding Jihad – Dr. Jamal Badawi
জিহাদের ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় ব্যাখ্যা।

5. Al-Muwatta of Imam Malik
জিহাদ সম্পর্কিত প্রাচীন হাদীস ও শরয়ি নির্দেশনা।

6. Riyad as-Salihin by Imam Nawawi
জিহাদ ও নৈতিকতা সম্পর্কিত হাদীস।

৮.৪ অনলাইন ও আধুনিক সূত্র

1. IslamQA (www.islamqa.info) – জিহাদ ও অপপ্রচারের ব্যাখ্যা।

2. Al-Islam.org – ইসলামের ইতিহাস ও জিহাদ বিষয়ক প্রবন্ধ।

3. Oxford Islamic Studies Online – জিহাদ ও ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি।

- **এইভাবে থিসিসের তথ্যসূত্র ৮ প্রস্তুত**
    - এতে সব **কোরআনের আয়াত, হাদীস, গ্রন্থ, আধুনিক গবেষণা** এবং **অনলাইন উৎস অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।**